বীর-কলঙ্ক নাটক

প্রথম খণ্ড

পান্থ বান্ধব নাট্যসমাজের সভ্যগণের অনুরোধে

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র

প্রণীত।

"O piteous spectacle!
O woful day!"
"O traitors, villains!
O most bloody sight!"

সেক্সপীয়র।

কলিকাতা,—৬৬ নং বিডন্ ষ্ট্রীট

বিডন্ যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৪।

THIS LITTLE PIECE

IS RESPECTFULLY DEDICATED

TO

BABU KRISHNADHAN DATTA,

Honorary Secretary,

BY HIS

AFFECTIONATE YOUNGER COUSIN

The Author,

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠীর, ভীম, অর্জ্জুন, অভিমন্যু

দুর্য্যোধন, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, কর্ণ, শল্য, দ্রোণাচার্য্য,
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দ্রোষণ।

সারথী, শব-বাহকগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুভদ্রা, উত্তরা, সুনন্দা, চিত্রাবতী, পরিচারিকা

বীর-কলঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণা-গৃহ।

(দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ ও অশ্বত্থামা আসীন)

দুর্য্যো। বিধাতার সুবিচার নাই। তিনি যার অহিতসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হন, তার সর্ব্বনাশ না করে ক্ষান্ত হন না। কুরুকুলের প্রতি বিধাতা নিতান্ত বিমুখ। কুরুবংশীয়দের আর মঙ্গল নাই; পাণ্ডবদিগের হস্তে অচিরেই কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হবে।

দ্রোণ। বৎস! নিরাশ হ'ও না। সত্য বটে, পাণ্ডবদিগের প্রতি বিধাতা নিতান্ত সদয়; সত্য বটে, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করা নিতান্ত কঠিন; কিন্তু তথাপি শেষ অবধি না দেখে মনকে নিরাশ সাগরে নিমগ্ন করা পুরুষের উচিত নয়। বৎস! দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, অমিততেজা, মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষসপতি দশানন যখন বনবাসী, জটাবল্কলপরিধৃত, রামচন্দ্রের দ্বারা সবংশে নিধন হয়েছিল, তখন——

কর্ণ। তখন চেষ্টা করলে অবশ্যই পাণ্ডবগণ, যুদ্ধবিশারদ মহাবলশালী কৌরবদিগের দ্বারা পরাজিত হবে। পাণ্ডবদিগের পক্ষে পঞ্চজন মাত্র, কিন্তু কৌরবদিগের পক্ষে শত শত রণপণ্ডিত বীরপুরুষ;——চেষ্টা করলে অবশ্যই কুরুকুলের জয় হবে। সখে! নিরাশ হ'ও না——মনকে দৃঢ় কর,——যুদ্ধের পথ সুকোমল কুসুমাবৃত নয়, অনেক আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধবের শোণিতাক্ত মৃতদেহের উপর বিচরণ করতে হয়।

দুর্য্যো। অকুল সাগরের মধ্যভাগে নিপতিত হয়ে, যে অভাগা সামান্যমাত্র তৃণগুচ্ছও অবলম্বনস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, তার আর আশা কোথায়? উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল গভীর সাগর গর্ব্ভে চিরশয়ন ভিন্ন সে আর কিসের আশা করবে? আমি মনে মনে বেশ জানতে পারছি, কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল না হলে, আর এ কাল সমরানল নির্ব্বাপিত হবে না। আপনারা সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রাণপণে পাণ্ডবদেরই সহায়তা করবেন, এ হতভাগার প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করবেন না, সুতরাং পাণ্ডবদিগেরই জয় হবে, আশ্চর্য্য কি?

দ্রোণ। বৎস! ও রূপ কথা বল না। আমরা যে সকলে প্রাণপণে তোমার সাহায্য করছি, সে বিষয়ে কি তুমি এখনও সন্দেহ কর?

দুর্য্যো। গুরুদেব, কাযেই করতে হয়। পাণ্ডবেরা আপনার শিষ্য। আপনি তাহাদিগের গুরু। এ সত্বেও যখন আজিও প্রত্যেক যুদ্ধে তারা জয় লাভ করছে, তখন আপনার উপেক্ষা ভিন্ন আর কি বলতে পারি।

কর্ণ। সখে! ঠিক কথা বলেছ। পাণ্ডবেরা আচার্য্যের প্রিয়শিষ্য, সেই জন্য আচার্য্য তাহাদিগকে আয়ত্তীভূত দেখেও উপেক্ষা করেন। অগ্রেই আমি তোমাকে বলেছিলাম, অন্য কাহাকেও

সেনাপতি-পদে বরণ কর। তুমি শুনলে না, আচার্য্য-আচার্য্য করেই ক্ষিপ্ত হলে। এখন আচার্য্যের স্নেহ দেখ!

দ্রোণ। তুই থাম্ নরাধম! নীচ ব্যক্তির মুখে উচ্চ কথা ভাল শুনায় না।—দুর্য্যোধন! তুমি ভয়ানক ভ্রমজালে পতিত হয়েছ। তুমি পাণ্ডবদিগকে জান না——স্বয়ং নারায়ণ যাহাদিগের সহায়, আমি ক্ষুদ্র মানব হয়ে তাদের কি করব?

কর্ণ। (অন্য দিকে মুখ করিয়া) বালককে বুঝাবার এ উত্তম উপায় বটে——

দ্রোণ। নরাধম! তুই এখনও শুন্‌লি না। তবু প্রতি কথাতেই তুই জ্বালাতন করবি?

দুর্য্যো। আচার্য্য! আমার সখা বলে কর্ণও আপনার স্নেহের পাত্র, উহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

দ্রোণ। নরাধমকে সেই জন্যই ত উপেক্ষা করি।—তা দুর্য্যোধন! কি করলে তোমার মনস্তুষ্টি জন্মায় তাই বল, আমি না হয় সেই রূপই করি।

দুর্য্যো। তাও কি আপনাকে বল্‌তে হবে? আমাদের পক্ষে ভীষ্ম প্রভৃতি শত শত বীরপুরুষ নিহত হল, আর পাণ্ডবদিগের পক্ষে অদ্যাপি একটী সৈনাধ্যক্ষও নিহত হল না, এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়!

দ্রোণ। আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা করলেম, পাণ্ডবদিগের পক্ষে কোন না কোন বীরপুরুষকে আজ নিহত করব, আজ আমি এরূপ ব্যূহ রচনা করব যে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কারও সাধ্য নাই, যে তাহা ভেদ করে।

কর্ণ। আজ আমিও এই অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেম, যে কোন সময়েই হউক, পাণ্ডবকুলচূড়া অর্জ্জুনকে স্বহস্তে সংহার করব। আচার্য্য যে তাহার গৌরব করেন, দেখি সে কত

বড় বীর। হয় তার হাতে আমার মৃত্যু হবে, না হয় সে আমার হাতে শমনভবন দর্শন করবে।

অশ্ব। প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞাই সার। সকল বিষয়েরই সম্ভব-অসম্ভব আছে। তোমার কথার শেষভাগের প্রথমটীই ফলবান্ হবে দেখতে পাচ্ছি। অর্জ্জুন বরং তোমাকে শমনভবন দেখাবে।

কর্ণ। দেখায় দেখাক্, আমি তাতে ভীত নই।

অশ্ব। বাক্‌বিতণ্ডা নিস্প্রয়োজন। আজই দেখা যাবে এখন।

দুর্য্যো। আচার্য্য! আপনারা প্রতিজ্ঞা করছেন বটে, কিন্তু আমার মন তাতে সন্তুষ্ট হচ্ছে না। আমার বেশ প্রতীতি হচ্চে, গুরুপুত্রের বাক্যের প্রথমাংশই সত্য হবে।

দ্রোণ। কি! তুমি আমাকে এতদূর হেয়জ্ঞান কর, যে ভাবছ আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সমর্থ হব না! যদি এ রূপ হয়, তবে যে প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সমর্থ হবে, তুমি তাকেই সেনাপতিত্বে বরণ কর, আমি চল্লেম——

অশ্ব। মহারাজ! পাণ্ডবেরা মনুষ্য, তারা দেবতাও নয় অমরও নয়। বিশেষ পিতা যখন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন আপনার সন্দেহ করা বৃথা।

দুর্য্যো। গুরুপুত্র! আমি আচার্য্যের প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করছি না; কিন্তু পাণ্ডবেরা অমর না হোক্, আমি বেশ জানতে পেরেছি, যুদ্ধে কৌরবদিগের হস্তে তাদের মৃত্যু নাই। ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে তার তমোময় গহ্বর খুলে দেখাচ্ছে; তার ভিতর কৌরব সেনাপতিদিগের মৃতদেহ ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! বীরত্ব, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ কি একেবারে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে? বারম্বার সামান্য কারণে দর্পশূন্য হয় কেন? তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান, দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য—

তোমার অধীনে, তোমার সাহায্যে শত শত রাজা, শত শত রাজপুত্র, লক্ষ লক্ষ অক্ষৌহিনী; কর্ণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, আর কত বীরের নামোল্লেখ করব, সকলেই তোমার সাহায্যে, তোমার পক্ষে—তুমি যে এ রূপ নিরাশ হও, আশ্চর্য্য!

দুর্য্যো। গুরুদেব যা বল্লেন, সকলই সত্য। সত্য, শত শত যুদ্ধবিশারদ, রণপণ্ডিত, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরপুরুষ আমার পক্ষে আছেন—শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য, যাঁর প্রখর শরনিকরের সম্মুখে পৃথিবীর কেহই অগ্রসর হতে পারে না, তিনিও আমার পক্ষে, কিন্তু তবে কেন বার বার আমরা পরাজিত ও অপমানিত হচ্ছি? এ তবে আপনারই বিড়ম্বনা। আমরা আপনার বধ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছি। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শস্ত্র সমূহ পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকেই দিয়েছেন, সুতরাং পাণ্ডবেরা এখন জয়লাভ কর্বে আশ্চর্য্য কি? এখন অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরজালে অমারা সকলে নিহত হই, আপনি স্বচক্ষে দেখুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! ও রূপ কথা বলো না, ওতে আমি মনে ব্যথা পাই। অর্জ্জুন নানা দেশ, নানা স্থান পরিভ্রমণ করে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেছে, আমার নিকট হতে সমুদায় প্রাপ্ত হয় নাই। এখন সে দিব্য দিব্য অস্ত্র বলে এতদূর বলীয়ান্ হয়েছে যে, যুদ্ধে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। সে, বোধ করি, সসাগরা ধরণীকে নিমেষ মধ্যে বাণদ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলতে পারে।

দুর্য্যো। গুরুদেব! তবে এখন কি আজ্ঞা হয় বলুন, অদ্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরবৃন্দ যে রূপ সাহস ও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করছে, তাতে আমার ভয় হচ্ছে! আমার সৈন্যগণ অচিরেই বা মৃত্যুপথের পথিক হয়!

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! আমি অদ্য যে ব্যূহ রচনা করব মনস্থ করেছি, তাতে তাদের গর্ব্ব আশু খর্ব্ব হবে। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কুরুপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরবৃন্দ ব্যূহের রক্ষক হবে, অর্জ্জুনের অনুপস্থিতিতে সে ব্যূহ ভেদ করতে অবশিষ্ট পাণ্ডব-দিগের সাধ্য হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন জানবে পাণ্ডবপক্ষীয় কোন না কোন বীর-পুরুষ আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।

কর্ণ। সে কার্য্য ন্যায় যুদ্ধে সমাধা হবে, এমন বুঝি না।

দুর্য্যো। শত্রু যে রূপে পারি, বিনাশ করব, তার আবার ন্যায় আর অন্যায় কি? গুরুদেব! আপনি যার বধাভিলাষী হন, অমর-বৃন্দেরা যদি তাকে সাহায্য করে, তথাপি তার নিস্তার নাই। গুরুদেব! অর্জ্জুনকে পরাজয় করা কঠিন—স্বীকার করি; কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে পেয়েও আপনি ত্যাগ কর্‌ছেন।

দ্রোণ। যুধিষ্ঠিরের কথা কি বল্‌ছ! যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করা সহজ বিবেচনা কর না। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কেহই তাঁকে পরাজয় কর্‌তে সক্ষম নয়। যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্ম্মের অব-তার। বিশেষ স্বয়ং বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণ যাঁর মন্ত্রী ও প্রধান সহায়, চিররণজয়ী গাণ্ডীবধারী নরনারায়ণরূপী পার্থ যাঁর প্রধান সেনাপতি, তাঁকে পরাজয় করা স্বয়ং শূলপাণি ভগবান ভবানীপতিরও সাধ্যায়ত্ত নয়।

কর্ণ। কুটিল কৃষ্ণই যে সকল অনর্থের মূল, তার কুটিল চক্রেই যে পাণ্ডবেরা বলীয়ান, তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

দুর্য্যো। তবে আর আমাকে কি দেখিয়ে সাহস, উদ্যম, আশা অব-লম্বন কর্‌তে বলেন?

অশ্ব। মহারাজ! পূজ্যপাদ জনকের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুণ, তিনি অদ্য

নিশ্চয়ই পাণ্ডবপক্ষীয় কোন না কোন মহারথীকে শমনসদনে অদ্য প্রেরণ কর্‌বেন।

কর্ণ। প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, ন্যায় যুদ্ধে বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবদিগের পক্ষে কোন মহারথীকে বিনাশ করা বড় সহজ হবে না।

দ্রোণ। তুমি তবে আমাকে অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন কর্‌তে বল? তা বল্‌তে পার বটে, তোমার জন্মও যেমন নীচকুলে, তোমার মন্ত্রণা সকলও তেমনি শঠতাপূর্ণ। যারা এরূপ কূট যুদ্ধের মন্ত্রণা, দেয়, অথবা তাতে প্রবৃত্ত হয়, তারা বীর নয়——বীরকলঙ্ক।

দুর্য্যো। গুরুদেব! ক্রোধ সম্বরণ করুন; সখার পরামর্শ বড় অন্যায় নয়, যদি আমাকে রক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা করেন ত সখার মতেই অনুমোদন করুন; কারণ দুর্ব্বার শত্রুবধে অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন করায় আমি কোন পাপ দেখি না। আপনি যদি আমার হিতকাঙ্ক্ষী হন, তবে সখার পরামর্শে অনুমোদন করুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! তুমি আমাকেও অন্যায় অনুরোধটী করো না। আর যা বল, করতে পারি, কিন্তু ক্ষত্রীয়-গুরু হয়ে অন্যায় যুদ্ধের পরামর্শে সম্মতি দান কর্‌তে পারি না।

দুর্য্যো। তবে স্বহস্তে অভাগার মস্তকচ্ছেদন করুন। গুরুদেব! এই আমি আপনার চরণতলে আমার দেহ উৎসর্গ কর্‌লেম।

(দ্রোণাচার্য্যের চরণ ধারণ)।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! চরণ ত্যাগ কর——

দুর্য্যো। আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ না কর্‌লে, চরণ ত্যাগ কর্‌ব না। হয় আমার শত্রুদের বধ করুন, না হয় আমাকে বধ করুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! তোমার জন্য কি গভীর পাপসাগরে নিমগ্ন হব।

দুর্য্যো। শত্রুবধে পাপ নাই। বরং আশ্রিতের বিপদের কারণ হওয়ায় পাপ আছে।

দ্রোণ। আচ্ছা, তুমি এখন আমার চরণ ত্যাগ কর, উপস্থিত মতে যুদ্ধস্থলে যেরূপ হয় করা যাবে।

দুর্য্যো। বলুন, আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বেন।

দ্রোণ। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই——আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করে বলছি, বিপক্ষদের মধ্যে কোন না কোন বীরশ্রেষ্ঠ মহারথীকে যুদ্ধে নিহত করব। আমি অদ্য যুদ্ধস্থলে চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করব, নিশ্চয়ই কোন না কোন বীর তন্মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করবে। আমি পুনর্ব্বার এই প্রতিজ্ঞা করলেম তুমি এখন চরণ ত্যাগ কর।

দুর্য্যো। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহ আমার জীবনের মূল।

দ্রোণ। এখন চল, দুর্গমধ্যে যাওয়া যাক্। (উঠিয়া) সমাগত সমুদয় রাজা ও রাজকুমারগণকে রণপ্রাঙ্গনে প্রেরণ কর। আমাদিগের মধ্যে ছয় জন রণবিশারদ রথীকেও তথায় প্রেরণ কর, তুমিও সেখানে উপস্থিত থেক। এখনই আমি সেই চক্রব্যূহ নির্ম্মাণের উপায় দেখি গে। চল সকলে চল।

কর্ণ। চলুন, মহারাজ দুর্য্যোধনের হিতের জন্য এই শরীর, এই হস্তকে নিযুক্ত করিগে।

অশ্ব। জয়, মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল।

(দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, ও জয়দ্রথ।)

দ্রোণ। সমাগত নৃপতিগণকে ব্যূহের চতুষ্পার্শ্বে রক্ষা কর। রাজপুত্রদিগকে দ্বারদেশে থাকতে আদেশ কর। দুর্য্যোধন! তুমি মহাবীর কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে আমার অধিকৃত বাহিনীমুখে অবস্থান কর। তোমার ত্রিশত ভ্রাতা, অশ্বত্থামাকে অগ্রে রেখে জয়দ্রথের পার্শ্বে থাকুক্। জয়দ্রথ! তুমি দ্বারদেশে থেকে দ্বার রক্ষা কর। আমি অপরাপর দ্বার দেখে আসি। সকলে শীঘ্র আমার আদেশ পালন কর।

দুর্য্যো। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।

জয়। দ্রৌপদী-হরণের সময় ভীমসেন কর্তৃক অবমাননার আজ সম্যক প্রতিশোধ গ্রহণ করব। জয় ভগবান্ শূলপাণি! আপনার বরে ধনঞ্জয় ব্যতীত পাণ্ডব পক্ষের সকলকেই আমি পরাস্ত করতে পারি। অর্জ্জুন আজ যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত, আজ কাহারও সাধ্য নাই, জয়দ্রথের হস্ত হতে নিষ্কৃতি পায়।—ভীমসেন! আজ যদি তোকে পাই, তা মনের সাধে তোর শরীরে অস্ত্রাঘাত করি—তোর মস্তক ছেদন করে পদাঘাতে চূর্ণ করি। (নেপথ্যের দিকে) সমাগত রাজকুমারগণ! তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে মহারাজ দুর্য্যোধনের জয় ঘোষণা কর। কুরুপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যে। কুরুপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!
নেপথ্যের অপর দিকে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

(ভীমসেনের প্রবেশ।)

ভীম। (স্বগত) কৌরবদিগের এ জয় ঘোষণার মর্ম্ম কি? বার বার আমাদের দ্বারা পরাজিত হচ্ছে, তথাপি আবার এ জয়নাদ কেন? কৌরবগণ নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়েছে। অথবা নির্ব্বানোন্মুখ দীপের ন্যায় জন্মের মত এই আস্ফালন করে নিচ্চে। (প্রকাশ্যে) কোন্ নরাধম, আজ পরাজিত, অবমানিত, দুরাচার দুর্য্যোধনের জয় ঘোষণা করছিস? অগ্রসর হ। এখনি ও বৃথা গর্ব্বের উচিত প্রতিফল প্রদান করি। ভীমসেন জীবিত থাকতে, যে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের জয় বলে, তাকে শীঘ্রই ভীমসেনের গদাঘাতের সুখানুভব করতে হয়। আয়, অগ্রসর হ——দুরাচারগণ!

জয়। মূর্খ ভীমসেন এসেছিস? কি বল্‌ছিস? আমিই মহারাজ দুর্য্যোধনের জয় ঘোষণা কর্‌ছিলেম। তোর সম্মুখেও পুনর্ব্বার বলি, মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।

ভীম। জয়দ্রথ! তোর মত নির্লজ্জ আর পৃথিবীতে নাই। সাধ্বী সতী দ্রৌপদী-হরণ কালের অবমাননার কথা কি বিস্মৃত হয়েছিস্? ভেবেছিলাম, সেই লজ্জায় তুই আর জনসমাজে মুখ দেখাতে পারবি নে। নির্লজ্জ! আবার কোন্ মুখ নিয়ে তুই আমার সমক্ষে উপস্থিত হলি? সেই যে তোর মস্তক মুণ্ডন করে দিয়েছিলেম, তা কি তোর স্মরণ নাই? কিম্বা তা থাকা অসম্ভব। তোর মস্তক পুনর্ব্বার কেশাবৃত হয়েছে। তুই নির্লজ্জ, পূর্ব্ব কথা সমস্ত একেবারে বিস্মৃত হয়েছিস, কালামুখ নিয়ে পুনরায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের জয় ঘোষণা করতে এসেছিস্। পামর! তুই যেমন নির্লজ্জ, তোর প্রভু দুর্য্যোধনও ততোধিক নির্ব্বোধ।

যে অভাগা চিরকাল পরাজিত হয়ে আস্‌ছে, সে জয়দ্রথের ন্যায় নির্লজ্জ ব্যক্তিকৃত জয়নাদে আনন্দ প্রকাশ কর্‌বে বিচিত্র কি? সে বুঝে না যে এটা বিদ্রূপ মাত্র।

জয়। পূর্ব্ব কথা ভুলি নাই। অদ্য তার প্রতিশোধ নেব। ভীমসেন! বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। আয় উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

ভীম। আবার বলি, তুই নিতান্ত নির্লজ্জ। তোর সহিত যুদ্ধ করা ভীমসেনের শোভা পায় না। সামান্য মশকের সহিত মাতঙ্গের যুদ্ধ?

জয়। মনে ভয়, মুখে সাহস। তুই যে যুদ্ধ কর্‌তে পারবিনে তা আমি জানি। চিরকাল অর্জ্জুনের দোহাই দিয়েই কাটালি, তুই যুদ্ধের জানিস কি? আজ অর্জ্জুন অনুপস্থিত, তোর সাধ্য কি কি তুই অস্ত্র ধারণ করিস? যদি এতই ভয় পেয়ে থাকিস্, ত আমার কাছে অভয় প্রার্থনা কর, আমি তোকে মারব না, তোর শরীরে অস্ত্রাঘাতও করব না। কেবল পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধের জন্য তোর মাথাটা মুড়িয়ে দিব।

ভীম। তোর অন্তঃকরণ অতি নীচ, তোর কথা সহ্য হয় না। এই গদার এক আঘাত খেয়ে যদি জীবিত থাকিস্ ত পরে বুঝব।

(গদা প্রহার)

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(ক্ষণপরে জয়দ্রথের প্রবেশ।)

জয়। (সাহ্লাদে) ভগবান্ মহাদেবের কৃপায় আজ পাণ্ডবগণকে সম্যক পরাস্ত করব। অর্জ্জুন ভিন্ন জয়দ্রথ কাহাকেও ভয় করে না। দুরাত্মা ভীম পলায়ন না কর্‌লে আজ তার প্রাণ সংহার করতেম।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

যুধি। নিত্য নিত্য আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্বাদির শোণিত আর দেখ্‌তে পারা যায় না। রাজ্যলিপ্সা কি ভয়ানক! এ যুদ্ধ যত শীঘ্রই অবসান হয়, ততই মঙ্গল।

জয়। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌ ধর্ম্মরাজ। ভীমসেনের মুখে অদ্যকার যুদ্ধের কথা শুনেছেন কি? আবার আপনি কেন এলেন?

যুধি। এলেম তোমার অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষা করবার জন্য। ভীমসেন পরাঙ্মুখ হয়েছে বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এখনও জীবিত আছে। মনে কর না, এক ভীমসেনকে পরাস্ত করে, সমস্ত পাণ্ডবদিগের উপর জয়লাভ করবে। আত্মীয়শরীরে অস্ত্রাঘাত করতে যুধিষ্ঠির সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত, কিন্তু আত্মীয়দের ইচ্ছাক্রমে তাহাকে বাধ্য হয়ে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হল। জয়দ্রথ! যুদ্ধেপ্রস্তুত হও।

জয়। রণস্থলে ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে বলাই বাহুল্য।

[উভয়ের যুদ্ধ, যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

পালাও কেন ধর্ম্মরাজ? আমার অস্ত্র-বিদ্যা আর একটু ভাল করে পরীক্ষা করে যাও। এখনও সম্যক অনুভব করাতে পারি নাই।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

(যুধিষ্ঠির, ভীম ও অভিমন্যু)

ভীম। মহারাজ! উপায় কি? দ্রোণাচার্য্য যে ব্যূহ রচনা করেছেন, কাহারও সাধ্য নাই, তা ভেদ করে। আমরা চারি ভ্রাতায় ত সম্পূর্ণ পরাস্ত। অর্জ্জুন সংশপ্তক যুদ্ধে নিযুক্ত, সেইই সেই চক্রব্যূহ ভেদ করতে জানে। তার অনুপস্থিত কালে সে ব্যূহ ভেদ করে, পাণ্ডবকুলে এমন কেহই নাই। কৌরবগণ যে দৃঢ়-তার সহিত যুদ্ধ করছে, পাণ্ডবকুল রক্ষা করা দায়।

যুধি। বিধাতার বিড়ম্বনা! ভাই, আমি ত আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। দ্রোণ-নির্ম্মিত দুরধিগম্য চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারে, আমাদের মধ্যে এমন কাকেও দেখছি না। এবার দেখছি আমাদের অদৃষ্টে পরাজয়। বিধাতা বুঝি আমাদের মস্তকে অবমাননার অজস্র পঙ্কিল জল সিঞ্চন করবেন।

ভীম। তা হলে, অর্জ্জুন এসে কি বলবে?

যুধি। অর্জ্জুন এসে যে কি বলবে, তাই ভেবে আমি আরও ব্যাকুল হয়েছি। তার একবার অনুপস্থিতিতে এই সব ঘটলে, তার কাছে কি আর মুখ দেখাতে পারা যাবে? হায়, কি কাল চক্র-ব্যূহই দ্রোণাচার্য্য আজ নির্ম্মাণ করেছেন!

অভি। আর্য্য! চক্রব্যূহের কথা যা বল্‌ছেন, এ দাস তদ্বিষয় জ্ঞাত আছে।

ভীম। বৎস! তুমি উহার কি জান?

অভি। এ দাস চক্রব্যূহ ভেদ করে, তাহার মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আগম ব্যতীত নির্গম সন্ধান জ্ঞাত নহে। সেই জন্য সাহস করে অগ্রসর হতে পারছে না।

ভীম। এ অতি আশ্চর্য্য কথা! বৎস! তুমি প্রবেশসন্ধান জান, নিষ্ক্রমণ-উপায় জান না! আর প্রবেশের উপায়ই বা কার কাছে শিক্ষা করলে? যিনি তোমাকে আগম শিক্ষা প্রদান করেছেন, তিনি তোমাকে নির্গম শিক্ষা প্রদান না করে, তোমার এ অমূল্য বিদ্যা অসম্পূর্ণ রেখেছেন?——এ যে অতি কৌতুকের কথা!

অভি। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়! আশ্চর্য্য হবারই কথা। বিবরণও কৌতুক পূর্ণ। আমি দৈবক্রমে ব্যূহ ভেদের উপায় শিক্ষা করেছি। যখন আমি জননী-গর্ব্ভে ছিলেম, তখন এক দিন জননী পিতাকে যুদ্ধকৌশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পিতা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করে অবশেষে কথায় কথায় চক্রব্যূহের, ও তাহা ভেদ করবার কথা উত্থাপন করলেন। জননী এক মনে তা শুন্‌তে শুন্‌তে নিদ্রিতা হলেন। জননীকে নিদ্রিতা দেখে পিতা আর কোন কথা বল্লেন না। পিতা তখন কেবল আগমোপায় বর্ণন করেছিলেন। সেই দিন হতেই আমি এ বিষয় জ্ঞাত আছি। পিতার মুখে আগমোপায় শুনেছিলেম, তাহাই জানি——নির্গমোপায় জানি না।

যুধি। বৎস অভিমন্যু! আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর। আজ তুমি তোমার পিতৃগণের কলঙ্ক ভঞ্জন কর। তুমি এ বিপদ হতে অদ্য আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আগমোপায় জান,

তোমার দ্বারা আমাদের এ অবমাননার অবসান হোক্। তুমি বাহুবলে ব্যূহ ভেদ করে, ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হও। আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, ব্যূহ মধ্যস্থ শত্রুসেনানী বিনাশ করে, ব্যূহ ভঙ্গ করে, তোমাকে নিষ্ক্রান্ত করে আনব। ফল কথা বৎস, ধনঞ্জয় এসে যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি তার উপায় কর। তুমি, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন এই চারি জন ভিন্ন কেহ ঐ চক্রব্যূহ ভেদ করবার উপায় জানে না। এক্ষণে তোমার পিতৃগণ, ও সৈন্যগণ তোমার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা কর্‌ছে, প্রার্থনা পূর্ণ করে তাহাদিগকে সুস্থ ও নির্ভয় কর।

অভি। আর্য্য! আপনার আজ্ঞা, তার উপর আর আমার কথা কি? আপনার জয়ের জন্য এ দাস এই মুহূর্ত্তেই চক্রব্যূহ ভেদ কর্‌তে প্রস্তুত আছে। আপনারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসে দেখুন, দাস আপনাদের পুত্রের উপযুক্ত কি না? ঐ যে কৌরবদিগের উচ্চ আস্ফালন বাক্য শুন্‌ছেন, মুহূর্ত্তমাত্রেই উহা ক্রন্দন-ধ্বনিতে পরিণত হবে। দ্রোণাচার্য্য মনে করেছেন, পূজ্যপাদ পিতা ও মাতুল এখানে উপস্থিত নাই, অদ্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করে পাণ্ডবদিগের সর্ব্বনাশ করবেন। কিন্তু তাঁর জানা উচিত ছিল, পাণ্ডবদিগের দাসানুদাস এখনও জীবিত আছে, মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু এখনও জীবিত আছে।

ভীম। বৎস! তুমি চিরজীবী হও। তোমার কথায় আজ আমরা মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হলেম। তুমি গিয়ে ব্যূহ ভেদ করবা-মাত্রেই আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে কুরুকুলের প্রধান প্রধান মহারথগণকে নিহত করব।

অভি। আমি পিতৃমাতৃকুলের হিতের জন্য অবশ্যই সমরে প্রবেশ করব। তাতে জীবন যায়, দুঃখিত হবো না, আনন্দে সমর-শয্যায় শয়ন করব। এখন সকলে দেখুক একমাত্র শিশুর

হস্তে কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হবে। যদি অদ্য লক্ষ লক্ষ কুরু-সৈন্য আমার হস্তে নিহত না হয়, তা হলে আমি মহাবীর পার্থের ঔরষজাত ও সুভদ্রার গর্ভজাত নই। যদি আমি এক-মাত্র রথে আরোহণ করে নিখিল ক্ষত্রিয়গণকে শতধা খণ্ড খণ্ড করতে না পারি, তা হলে আমি আমাকে অর্জ্জুনের পুত্র বলে স্বীকার করব না।

যুধি। বৎস! তোমার কথা কথা নয়, অমৃত। তোমার বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি হোক। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চক্রব্যূহ ভেদ করে কৌরবগণকে বিনাশ কর।

ভীম। বৎস! আজ তোমার কথায় আমাদের ভরসা হল। এস, তোমার শিরশ্চুম্বন করি——তোমায় আলিঙ্গন করি।

(উভয়ে অভিমন্যুর শিরশ্চুম্বন ও আলিঙ্গন)

যুধি। বীরদেহ আলিঙ্গনে শরীর সুস্থ হল।

[যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রস্থান।

অভি। বীরপ্রতিজ্ঞা বল্‌ছে "যাও, যাও, যুদ্ধে যাও——অবিলম্বে ব্যূহ ভেদ করে পিতৃকুলকে সন্তুষ্ট কর"।——অগ্রসর হচ্ছি—অমনি প্রণয় এসে বলছে "একটু অপেক্ষা কর, একবার সেই চন্দ্রবদন দেখে যাও। সুখ দুঃখের, বিষাদ হর্ষের চির সহচরী, পতিপ্রাণা উত্তরার চন্দ্রবদন একবার দেখে যাও।" কার কথা রক্ষা করি? মন প্রণয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হচ্ছে।—বীরপ্রতিজ্ঞা পরাস্ত হল। প্রণয়ের আকর্ষি মনকে আকর্ষণ করছে—একবার প্রিয়তমা উত্তরার সহিত সাক্ষাৎ করেই যাই। যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয় ———হয় ত এই শেষ দেখা। আবার ও কি? আবার ও কে মনকে আকর্ষণ করছে? হৃদয়দ্বারে ঘন ঘন আঘাত করছে, আর বলছে——"তুমি তোমার মাতৃচরণ দর্শন করে যাও।

তোমার স্নেহময়ী জননী তোমার অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুলা, একবার তাঁকে দেখা দিয়ে যাও।" মাতৃভক্তি উচ্চৈঃস্বরে জননীর নিকটে যেতে বল্‌ছে——যাই, যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয়——হয়ত এই শেষ দেখা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

(গীত গাইতে গাইতে সুনন্দা ও চিত্রাবতীর প্রবেশ)

গীত—নং ১। *

সুন। ও চিত্রাবতি! আর শুনেছিস, আমাদের প্রিয়সখী কানার মা হয়েছেন।

চিত্রা। সে কি লো? তুই যেন থাকিস থাকিস চম্‌কে উঠিস্। এ খবর আবার তুই কোথা পেলি?

সুন। এ সব খবর কি লুকান থাকে? আপনিই বেরিয়ে পড়ে।

চিত্রা। তোর মিছে কথা। আমি তোর কথা বিশ্বাস করলেম না।

সুন। না কর, রাঁধুনিকে আজ চারটি চাল বেশী করে নিতে বলো, ঘরের ভাত বেশী করে খেও। যা সত্যি তাই বল্লুম।

চিত্রা। দূর! উত্তরা যে সবে বারোয় পা দিয়েছে। তাও কি হতে পারে?

---

* গীত সকল গ্রন্থ শেষে সন্নিবেশিত হইল।

সুন। এ কি তুমি আমি, যে চুল গুলিতে রঙ্ না ধর্‌লে আর ছেলের মুখ দেখ্‌তে পাব না? এ যে রাজকন্যা—বীরপত্নী।

চিত্রা। তুই স্বচক্ষে দেখেছিস, না কারও মুখে শুনেছিস্?

সুন। স্বচক্ষেই দেখেছি। পরের মুখে ঝাল খেতে যাব কেন লা?

চিত্রা। স্বচক্ষেই দেখেছিস, উত্তরা গর্ব্ভবতী?

সুন। হাঁ হাঁ, উত্তরা গর্ব্ভবতী। মর্, আমি যেন মিছে কথাই বলছি।

চিত্রা। কবে দেখ্‌লি?

সুন। কবে কি লো? এই দেখে আস্‌ছি। পরিচারিকারা সখীর চুল বেঁধে দিয়ে যখন গা মুছিয়ে দিচ্ছিল, তখন।

চিত্রা। তখন কি দেখলি?

সুন। আর কি?

পাণ্ডুবর্ণ স্থূলোদরী,
গর্ব্ভের লক্ষণ হেরি।

চিত্রা। কোন অসুখ ত হতে পারে?

সুন। আবার বলি শোন;—

উন্নত যৌবনে যাহা ছিল রে উন্নত,
কালে কালামুখী মুখ হয়ে গেল নত।

চিত্রা। তবে সত্যি? আমি বলি তামাসা। কিন্তু যা হোক ভাই, উত্তরার বড় অল্পে হয়েছে। যুবরাজও ছেলেমানুষ—সবে গোঁপের রেখা দিয়েছে। রাণীমা শুনেছেন?

সুন। বল্‌তে পারি না। আর তা কাকেও কষ্ট পেয়ে বল্‌তেও হবে না। যখন এটী (গর্ব্ভনির্দ্দেশ) ফেঁপে উঠ্‌বে, তখন আর কিছুই গোপন থাকবে না।

চিত্রা। ওলো বেলা গেল। শীঘ্র ফুল তুলে নে। তিনি এসে আবার ফুল তোলা না দেখ্‌তে পেলে রাগ করবেন।

সুন। যুদ্ধের কি হচ্চে, কিছু শুনেছিস?

চিত্রা। যুদ্ধ কখন না হচ্চে, তা আর শুনব কি? নে এখন গোটা কত ফুল তুলে নে—মালা ছুছড়া গাঁথ। (পুষ্পচয়ন)

গাত—নং ২।

সুন। ওলো করলি কি? নাচতে নাচতে গাছটার ঘাড়ে পা তুলো দিয়ে একবারে সব ডালপালা ভেঙ্গে ফেল্‌লি।

চিত্রা। ওমা তাইত! সখী দেখ্‌লে যে আমার মাথা রাখ্‌বেন না। এই গাছটাকে তিনি বড় ভাল বাসেন।

সুন। আমাকে খোষামোদ কর্‌, আমি বলে কয়ে তোকে মাপ করিয়ে দিব।

চিত্রা। না ভাই, আমার বড় ভাবনা হচ্চে।

সুন। (পরিক্রমণ) ওলো দেখ্‌, সখীর মাধবীলতায় কুঁড়ী ধরেছে।

চিত্রা। সখী আমাদের সহকার তরুর সঙ্গে মাধবীলতার বিবাহ দিয়েছেন—মাধবীলতার কুঁড়ী হয়েছে, গর্ভই বল্‌তে হবে, ও দিকে রাজকুমারিরও তাই।

সুন। আচ্ছা ভাই, আমগাছটি আজ শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্চে কেন? যেন ঝল্‌সে গেছে।

চিত্রা। সত্যি। কেউ তীর টীর মারে নি ত?

সুন। কে জানে ভাই। ওটা উত্তরার বড় আদরের গাছ—ওটা যদি মরে যায়, ত উত্তরা ভারি অসুখী হবে।

(গীত গাইতে গাইতে উত্তরার প্রবেশ)

গীত—নং ৩।

সুন। আসুন, কানার মা আসুন।

উত্ত। রঙ্গ কর কেন?

চিত্রা। সত্যি কি রাজকুমারী গর্ব্ভবতী? দেখি।

উত্ত। কি দেখবে? তুমি পাগল নাকি? ও সুনন্দার মিছে কথা।

সুন। তোমার লজ্জা বেশী, তাই বল্তে পারছ না। কিন্তু তা বলে আমাকে মিথ্যাবাদী বল কেন? সত্যিই কি আমার মিছে কথা? তবে দেখাব?

উত্ত। না, তোমাকে দেখাতে হবে না, তোমার সত্যি কথা।

সুন। তাই বল।

চিত্রা। এখন আমরা কিছু কিছু বক্‌সিস পেতে পারি ত?

উত্ত। লজ্জা দেও কেন ভাই? যারা সুখ দুঃখের, বিপদ সম্পদের সমান সহচরী, তাদের মুখে ও সব কথা শুন্‌লে বড় লজ্জা হয়।

সুন। আমরা তোমার সুখদুঃখের বিপদসম্পদের সহচরী। তোমার যে গর্ব্ভটী হয়েছে, তারও কি?

উত্ত। তোমরা পাগল।

চিত্রা। যাক্, ও কথা যাক্। এখন কেমন ফুলছড়া মালা গাথা হয়েছে, দেখ দেখি।

গীত—নং ৪।

উত্ত। চুপ কর দেখি। উদ্যানের সন্নিকটে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্চে——কে বুঝি আস্‌ছে।

চিত্রা। শব্দ আর কৈ শুনা যাচ্চে না। রথ বুঝি থামল।

সুন। ঐ যে যুবরাজ আসছেন,—সঙ্গে সারথি।

উত্ত। এস তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই।

(অন্তরালে অবস্থান)

(অভিমন্যু ও সারথির প্রবেশ)

সার। আয়ুষ্মন! পাণ্ডবগণ আপনার মস্তকে অতি গুরুভার অর্পণ করেছেন। এখন সে কার্য্য আপনার দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর কি না, তার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করে, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন। দ্রোণাচার্য্য অতি সমর-নিপুণ, দিব্যাস্ত্রকুশল,—আপনি নিরন্তর সুখসম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হয়েছেন।

অভি। সারথে! দ্রোণাচার্য্যের কথা কি বলছ—অমরগণ পরিবৃত, ঐরাবতারূঢ় স্বয়ং বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যদি আজ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন, তা হলেও আমি যুদ্ধ করব। স্বয়ং যম এসে যদি আমাকে রণপ্রাঙ্গণে আহ্বান করেন, তা হলেও আমি যুদ্ধ করব। আমি ক্ষত্রিয়, মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র, আমি কেন দ্রোণাচার্য্যকে ভয় করব? শত দ্রোণাচার্য্য, শত দুর্য্যোধন, শত জয়দ্রথ রণপ্রাঙ্গণে আসুক, তথাপি আমি যুদ্ধ করব, পিতৃকুলের হিতের জন্য যুদ্ধ করব।

সার। অর্জ্জুননন্দনের যোগ্য উত্তর বটে; কিন্তু, যুবরাজ! আপনি বালক, অপ্রাপ্তযৌবন। আপনি মহাবীর পার্থের জীবন-স্বরূপ, আপনি বিশেষ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ করবেন। চক্র-ব্যূহ ভেদ করা বড় কঠিন ব্যাপার, ব্যূহ-দ্বারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় দণ্ডায়মান।

অভি। যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। সারথে! বৃথা ভীত হ'ও না। তুমি উদ্যানদ্বারে রথ রক্ষা কর, আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।

সার। যে আজ্ঞা যুবরাজ।

[প্রস্থান।

অভি। প্রিয়তমে উত্তরে! নিকটে এস, তোমার চন্দ্রবদন দেখে আমার চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হোক।

উত্ত। নাথ! কি শুন্‌লেম? সারথির সহিত কি বল্‌ছিলেন—বলুন।

অভি। পিতৃকুলের আদেশক্রমে অদ্যকার যুদ্ধে আমি সেনাপতি-পদে বৃত হয়েছি। তাঁদের আজ্ঞাপালন জন্য অদ্য যুদ্ধে গমন করব।

উত্ত। হৃদয়নাথ! অভাগিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন, যুদ্ধে যাবেন না।

অভি। প্রাণেশ্বরী, গুরু আজ্ঞা অবহেলা করা মহাপাতক। প্রথম ও দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে অদ্য আমি যুদ্ধে গমন করছি।

উত্ত। না, আমি তা যেতে দিব না।

অভি। কেন উত্তরে?

উত্ত। আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে——আমি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখছি। নাথ! হৃদয়নাথ! জীবনসর্ব্বস্ব! দুঃখিনীকে দুঃখার্ণবে ভাসিয়ে যাবেন না——যাবেন না।

অভি। উত্তরে! প্রিয়তমে! জীবিতময়ি! স্থির হও। ও অন্যায় কথা বলো না।

উত্ত। আমার মনে অমঙ্গল আশঙ্কা উদয় হচ্চে। (অভিমন্যুর হস্ত ধরিয়া) আমি তোমাকে কখনই যেতে দিব না।

অভি। প্রাণেশ্বরি! বৃথা অমঙ্গল আশঙ্কা কর না। তোমার ভয়ের কোন কারণই ত দেখছি না। উত্তরে! অমঙ্গল আশঙ্কা করছ কার? পিতা যার মহারথি পার্থ, মাতুল যার ভগবান বাসুদেব, তার আবার কিসের অমঙ্গল? যে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ কর্‌লে বিপদ লক্ষ লক্ষ যোজনান্তরে পলায়ন করে, সেই অচিন্ত্য চিন্তামণি যার মাতুল;—যে মহাবীরের প্রখর শর-নিকরে ত্রিভুবন কম্পমান, যাঁর তুল্য বীর পৃথিবী মধ্যে দৃষ্ট হয় না, সেই মহারথ পার্থ যার জনক, উত্তরে! কখনই তার

কোন বিপদ হবে না। বিরহবাণ তোমার কোমল হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে তোমাকে নানা বিভীষিকা দেখাচ্ছে। তোমার আশঙ্কা নিতান্ত অলীক, এখন আমাকে প্রসন্নমনে বিদায় দাও—সোৎসাহে রণে প্রবেশ করি।

উত্ত। (সরোদনে) হা!——না জানি অভাগিনীর অদৃষ্টে বিধাতা কি লিখেছেন। নাথ! আমি আপনাকে যুদ্ধে যেতে বিদায় দিতে পারব না। অভাগিনীর কথা অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠুরের ন্যায় যদি অভাগিনীকে অকূল সাগরে ফেলে যেতে ইচ্ছা করেন, ত আগে আমাকে বধ করুন।

অভি। অমৃতময়ি! প্রাণবল্লভে! ক্ষান্ত হও। আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি, তোমার চক্ষের জল দেখতে পারি না।

উত্ত। আমায় ফেলে যেও না, যেও না (অত্যন্ত রোদন) আমার তোমা বৈ আর কেউ নাই।

(বেগে সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভ। বাবা অভিমন্যু! তুমি না কি যুদ্ধে যাচ্ছ? কোন্ পাষাণ-হৃদয় তোমাকে এ কার্য্যে আজ্ঞা দিলে? সে কি নিঃসন্তান রে? তার হৃদয় কি মরুভূমি রে? সন্তানের স্নেহ কি তাতে স্থান পায় না রে? এমন সুকুমার বালককে যুদ্ধে যেতে বল্‌তে তার কি দয়া হল না?

অভি। মা, গুরুনিন্দাপাপে লিপ্ত হবেন না। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়-দিগের আজ্ঞাক্রমে আমি আজ যুদ্ধে গমন করছি।

সুভ। ও [illegible] করও না বাবা, আজ যুদ্ধে যেও না।

অভি। [illegible] মা, ক্ষত্রিয়সন্তান হয়ে যুদ্ধে যাব না, কেন মা?

সুভ। [illegible] আজ কৌরবগণ [illegible] ভয়ঙ্কর [illegible], পাণ্ডব

পক্ষীয়েরা সবাই পরাস্ত হয়েছে। বাবা, সেই যুদ্ধে তোমাকে পাঠান হচ্ছে——আজ আমি কখনই তোমাকে ছাড়ব না।

অভি। মা, ক্ষমা করুন। ও আজ্ঞা করবেন না। পিতৃকুলের হিতের জন্য আমি আজ যুদ্ধে যাচ্ছি। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়দিগের নিকট সেই জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। মা, ক্ষমা করুন। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাপ, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করাও মহাপাপ। আমাকে কোন্ পাপে লিপ্ত হতে বলেন! আপনি নিবারণ করলে আমার সাধ্য নাই যে, এস্থান হতে এক পদও অগ্রসর হই, কিন্তু প্রতিজ্ঞার অনুরোধে, পিতৃকুলের হিতের অনুরোধে, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের অনুরোধে, বীরত্বের অনুরোধে শীঘ্রই আমাকে রণপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে হবে। জননি! ও নিষ্ঠুর আজ্ঞা করবেন না। অনুমতি দিন।

সুভ। বাছারে! তুই আর ও নিষ্ঠুর কথা বার বার আমার কাছে বলিস নি। তুই যুদ্ধস্থলে যাবি, তোর ঐ কোমল অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত লাগবে, তোর ঐ কুসুমসুকুমার দেহ দিয়ে রক্ত পড়্বে, উঃ! সে কথা মনে হলে যে প্রাণ ফেটে যায়! বাছারে! আমার প্রাণের ভিতর যে কি হচ্ছে তা তুই কি বুঝ্বি? মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য কি করে তা কি সন্তানে বুঝে থাকে? বাছা রে! যার পুত্র আছে, সেই জানে পুত্র কি পদার্থ, নিঃসন্তান তা কি বুঝ্বে? বাবা, অভিমন্যু! আমি কখনই তোকে যুদ্ধে যেতে দিব না।

অভি। মা, কাতর হবেন না। মনে ভাবুন, আমি কে? আমি কার পুত্র, কার ভাগিনেয়, কার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি যদি কাপুরুষের মত যুদ্ধে বিরত হই, তা হলে কলঙ্ক রাখ্বার কি আর স্থান থাকবে? আমার, পিতার, মাতুলের, জ্যেষ্ঠতাতগণের, পিতৃব্যগণের—সকলেরই দুরপণেয় কলঙ্ক।

সুভ। অভিমন্যু! এই কি তোর যুদ্ধে যাবার বয়স রে! কেবল মাত্র তুই ষোল বছরের ছেলে, তোর বয়সের অন্যান্য রাজপুত্রেরা আজও বাড়ীর বার হয় না! বাবা, তুই যে বালক, তুই যে এখনও যৌবনসীমায় পদার্পণ করিস নাই।

অভি। মা, সন্তান বৃদ্ধ হলেও জননীর নিকট বালক। যা হোক, এখন বিদায় দিন। আমি যদি যুদ্ধে বিরত হই, তা হলে আপনাকে মা বলে ডাক্‌বার উপযুক্ত নই। মা, প্রসন্নমনে বিদায় দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন যুদ্ধজয় করে এসে পুনরায় আপনার শ্রীচরণ দর্শন করি।

সুভ। তোমার ও সকল কথা আমি শুন্‌ব না। আমি কখনই তোমাকে ছেড়ে দিব না। আর যদি একান্তই যাবে, তবে আগে আমাকে বধ কর। তাতে তোমার মাতৃহত্যাপাতক হবে না।

(নেপথ্যে ভেরীনিনাদ)

অভি। (ব্যস্ততার সহিত) ঐ শুনুন, জননি, ঐ শৃঙ্গনাদিগণ উচ্চরবে শৃঙ্গনিনাদ করছে——ঐ সৈন্যগণ কোলাহল কর্‌ছে——সকলেই বীরত্ব ও উৎসাহে উৎসাহান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে——ঐ শুনুন, মধ্যমজ্যেষ্ঠতাত মহাশয় সৈন্যগণকে আমারই কথা বল্‌ছেন।

সুভ। আমি কখনই তোমাকে ছেড়ে দিব না। আজ আমি সিংহিনী হয়ে আপন শাবক রক্ষা কর্‌ব। এই আমি পথ রোধ করে, তোমাকে আগ্‌লে দাঁড়ালেম। দেখি, কার সাধ্য আজ আমার কাছ থেকে আমার অভিমন্যুকে নিয়ে যায়!

(নেপথ্যে ভেরীনিনাদ)

অভি। (সুভদ্রার পদ ধরিয়া) জননি, ক্ষমা করুন। আমার অপ-

রাধ হয়েছে। আপনার অনুমতি গ্রহণ না করে পূর্ব্বাহ্নে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হওয়া আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন। (সুভদ্রার চরণ ধারণ) মা আপনার চরণ ধরে বল্‌ছি, আমাকে অনুমতি দিন। আপনার অনুমতি ভিন্ন, আমি কিছুই কর্ত্তে পারব না।

সুভ। বাবা, তুমি আমার চরণ ধারণ করেছ, আমি তোমাকে আশী-র্ব্বাদ করি, চিরজীবি হও। এস বাবা তোমার শিরশ্চুম্বন করি। কিন্তু কোন্ প্রাণে বাবা, আমি তোমাকে সেই কাল যুদ্ধস্থলে পাঠাব! আমি তা পারব না—পারব না।

(ভীমসেনের প্রবেশ)

[সলজ্জভাবে সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতির প্রস্থান।

ভীম। বৎস! এত বিলম্ব করছ কেন?

অভি। জননির নিকট বিদায় প্রার্থনা করছিলাম। তিনি আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে অসম্মতা।

ভীম। অবলা স্ত্রীলোকের দুর্ব্বল মন যুদ্ধস্থলে যেতে কখনই অনুমতি দান করতে সক্ষম হবে না। বৎস! আর সে জন্য বিলম্ব করো না, শীঘ্র এস।

অভি। মাতৃআজ্ঞা লংঙ্ঘন করা মহাপাতক।

ভীম। সে পাপ আমার হবে—আমি সে পাপের ভাগী হব। তুমি শীঘ্র এস—

[হস্তাকর্ষণপূর্ব্বক অভিমন্যুকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল—বূ্যহদ্বার।

(জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধন)

জয়। পাণ্ডবদের আজ পরাস্ত করে, তাদের দন্ত চূর্ণ করতে পারি, তবে মনের আক্ষেপ নিবৃত্তি হয়। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি সকলেই কৌরবদিগের নিকট পরাস্ত হয়েছে।

দুর্য্যো। তথাপি পাণ্ডবগণ যুদ্ধে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হচ্ছে, আশ্চর্য্য !

জয়। শুনছি পাণ্ডবদিগের নবীন সেনাপতি অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু এবার অগ্রসর হচ্ছে।

দুর্য্যো। অভিমন্যুই হোন, আর যিনিই হোন, অদ্য কারও নিস্তার নাই। আচার্য্য অদ্য যে ব্যূহ রচনা করেছেন, কারও সাধ্য নাই যে তাহা ভেদ করে। যিনি তাতে সাহস করবেন, নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু। শত শত রাজা, রাজপুত্র, রথী, সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ, তন্মধ্যে কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান কর্‌ছে। এখন এলে হয়।

জয়। আজ নিশ্চয় কৌরবদিগেরই জয় হবে। অর্জ্জুন ব্যতিত পৃথিবীমধ্যে এমন কোন বীর নাই, যিনি এই সপ্তরথী-ব্যূহকে পরাস্ত করতে পারেন। আসুক অভিমন্যু, দেখব সে কত বড় বীরের বেটা বীর।

দুর্য্যো। সেটা ত বালক। যা হোক, আজ তাকে পাই ত চিরমনস্কামনা সিদ্ধ করি। যেরূপে পারি, আজ অভিমন্যুকে নিহত করব। অভিমন্যু অর্জ্জুনের জীবনস্বরূপ—সে নিধন হলে, নিশ্চয়ই অর্জ্জুন পুত্রশোকে কাতর হয়ে প্রাণত্যাগ করবে। আর তা হলেই কুরুকুল নিষ্কণ্টক হবে।

জয়। ভয় যত ঐ অর্জ্জুনটাকে। তা না হলে ভীমই বল, আর যুধিষ্ঠিরই বল, মহাদেবের প্রসাদে আমি সকলকেই পরাস্ত করতে পারি।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দুর্য্যো। গুরুদেব! জয় আজ নিশ্চয়ই আমাদের। পাণ্ডবগণ সকলেই পরাস্ত।

দ্রোণ। অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু যুদ্ধে প্রবেশ করছে।

জয়। যখন বড় বড় হাতি ঘোড়া রসাতলে গেল, যখন ভীম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই পরাজিত হল, তখন একটা দুধের ছেলে আর কি করবে!

দ্রোণ। জয়দ্রথ! তা মনে কর না। পার্থ-নন্দন অভিমন্যুকে সামান্য বালক বলে উপেক্ষা কর না। পিতা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক ভয় হয়। রামচন্দ্র অপেক্ষা লবকুশের বীরত্ব কত অধিক, জান ত? যা হোক, জয়দ্রথ, তুমি অতি সাবধানে দ্বার রক্ষা কর। দুর্য্যোধন তুমি ব্যূহমধ্যে গিয়ে, স্বস্থানে অবস্থান করগে

নেপথ্যে। জয়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

ঐ অভিমন্যু রণে প্রবেশ করছে। যাও, শীঘ্র, স্ব স্ব স্থানে যাও।

[দুর্য্যোধন ও দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান।

জয়। জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যে কৌরবসৈন্যগণ। জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!!

নেপথ্যে অপর দিকে পাণ্ডবসৈন্যগণ। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। ধর্ম্ম-
রাজ যুধিষ্ঠিরের জয়ঃ!

জয়। যতোঽধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়! জয়,
কৌরবকুলের জয়! আজ দেখ্‌ব ধর্ম্ম কেমন করে পাণ্ডবদিগকে
জয় প্রদান করে। আমি সৈন্যবর্গকে শ্রেণীবদ্ধ করে আসি।

[প্রস্থান।

(যুধিষ্ঠির, ভীম ও অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। পিতা, মাতা, মাতুল, ও অপরাপর গুরুজনের শ্রীচরণ উদ্দেশে
প্রণাম করে, এই আমি ব্যূহ ভেদ করি।

যুধি। বৎস, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, অদ্যকার যুদ্ধে জয়ী
হও। তোমার দ্বারা আজ আমাদের মুখ রক্ষা হোক, পাণ্ডব-
কুলের মানরক্ষা হোক। তুমি সবলে ব্যূহ ভেদ করে তন্মধ্যে
প্রবেশ কর, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই।

ভীম। তুমি পথ করে দাও। আমি এখনি গিয়ে, এই গদার এক
আঘাতে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করে, আমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা
পূর্ণ করি——দুঃশাসনের হৃদয় ভেদ করে তার রক্ত পান
করে আমার চিরপিপাসা দূর করি। ব্যূহমধ্যে এক বার প্রবেশ
কর্‌তে পার্‌লে হয়!

অভি। আপনি গোলকপতি বিষ্ণু অবতার
শ্রীকৃষ্ণ সারথী যাঁর, সখা সখা বলি
সদা ডাকেন সাদরে যাঁরে, হেন জিষ্ণু
মহাবীর পার্থ প্রিয়াত্মজ অভিমন্যু
নামিল সমরে আজি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
দেখি, কুরু ফেরুপাল, কতদিন আর

লুকায়ে লুকায়ে ফিরে শঠতা করিয়া,
কতদিন তাপে ধরা ঘোর পাপানলে।
সাজ্‌রে বর্ব্বর কুরু, সাজ্ পশুপাল——
কপট, লম্পটাচারী, নারকী, দুর্জ্জন,——
সাজ্ সাধ মিটাইয়া, পুরাতে সমরে
চির সমরের সাধ। এসেছে শমন
লইবারে সবে, অগণন পাপী-পূর্ণ
ভীষণ নরকে। দিবানিশি মহা অগ্নি
জ্বলিতেছে তথা যত কুরুগণ তরে;——
কৌরব গৌরব পাপ দুর্য্যোধন তরে
প্রস্তুত তথায় আছে রৌরব নরক
অমাময়। নিশা দ্বিপ্রহরে পাপীকুল-
পরিত্রাহি রব স্বধু পশিতেছে কানে!——
ও কি?—তুচ্ছ চক্রব্যূহ? ভীম তরঙ্গ ভঙ্গি-
পূর্ণ সাগরের নীর, রোধিতে দিয়াছে
মূর্খ বালির বন্ধন! ওকি ক্ষুদ্রকীট
জয়দ্রথ—সিন্ধুরাজ—রক্ষিতেছে ব্যূহ-
দ্বার? পাপ অবতার, ধন্য ধন্য তোরে!
রাখ্ দেখি ব্যূহদ্বার?—এই দাঁড়ায়েছি
আমি—রাখ্ ব্যূহদ্বার। ক্ষুদ্র শিশু আমি,-
বলিয়ান্ বয়োবৃদ্ধ তুই; রাখ্ দেখি দ্বার?
দেখি ত্রিভুবনে কোন বীর সহে আজি
অভিমন্যু শরাঘাত—ভীম বিষধর

ভুজঙ্গ দংশন সম?—পালা পালা ভীরু,
জানি তোর যত তেজ।—ওকে দুর্য্যোধন!——
কুরুকুলচূড়া—চক্রীবর!—একি, একি
বিড়ম্বনা? ভয়ানক সমরের ক্লেশ
সাজে না তোমায় নৃপ—যাও, যাও, যাও
অন্তঃপুরে ত্বরা,—কাঁদিতেছে শয্যা তব,——
অস্ত্রে কিবা প্রয়োজন? একি! করে ধনু
সংযোজিত বাণ তাহে! একি রাজা সাজে
হে তোমায়? এই হানিলাম ভীম বাণ——
পালাও পালাও ত্বরা।—(সাক্ষেপে) দুঃখ রাখি কোথা?
ভীরু, কাপুরুষ সবে! ধিক্ ধিক্ ধিক্!

(বেগে প্রস্থান; যুধিষ্ঠির ও ভীম গমনোন্মুখ;
সত্বরে জয়দ্রথের প্রবেশ।)

জয়। (যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রতি) কোথা যাও ধর্ম্মরাজ? কোথা যাও ভীমসেন? জান না স্বয়ং সিন্ধুপতি জয়দ্রথ ব্যূহদ্বার রক্ষা কর্‌ছে। অগ্রে আমার হস্ত হতে নিষ্কৃতি পাও, পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগামী হও।

ভীম। দুরাচার জয়দ্রথ! ব্যূহদ্বার ত্যাগ কর্। নচেৎ এই গদাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করব।

জয়। ভীম! পদাঘাতে তোর ও দন্ত চূর্ণ করব। যুদ্ধ কর্, যুদ্ধ ক'রে আমাকে পরাস্ত পর্‌তে পারিস, ত ব্যূহ প্রবেশের পথ পাবি।

ভীম। অধর্ম্মচারি, নরাধম! আয় তোর যুদ্ধের সাধ মিটাই।

[উভয়ের যুদ্ধ; পরাস্ত হইয়া ভীমের প্রস্থান।

যুধি। সিন্ধুপতি! পথ পরিত্যাগ কর। একাকী বালক লক্ষ লক্ষ শত্রুমধ্যে প্রবেশ করেছে। তার সহায়ে, পাণ্ডবপক্ষের এক প্রাণীও যায় নাই। একমাত্র বালক, কখনই লক্ষ লক্ষ রণবিশারদ যোদ্ধার সমকক্ষ নয়। জয়দ্রথ! অভিমন্যু অপ্রাপ্তযৌবন কুমার, অধর্ম্ম করো না, ন্যায় যুদ্ধ কর।

জয়। ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মে আমাদের প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম নিয়ে আপনি ধুয়ে খান। আমি বিনাযুদ্ধে কখনই দ্বার পরিত্যাগ করব না।

[জয়দ্রথের প্রস্থান।

যুধি। হায়! কি হল! হায়! কি হল! কি করতে কি করলেম। অভিমন্যুকে একাকী পেয়ে অধার্ম্মিক দুরাচারেরা কি জীবিত রাখ্‌বে! হা——

নেপথ্যে। জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

পুনর্নেপথ্যে। সর্ব্বনাশ হল রে সর্ব্বনাশ হল। একটা বালক এসে কুরুকুলের সর্ব্বনাশ কর্‌লে। পালা,—পালা,—সব কাট্‌লে,—সব বিনাশ করলে—আজ আর কারও রক্ষা নাই।

(রঙ্গ ভূমে মৃত দেহ, ভগ্ন অস্ত্রাদি পতন)

যুধি। অভিমন্যু বিপুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ কর্‌ছে। কুরুসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছে। কিন্তু একাকী বালক কতক্ষণ এই বিপুল সমরসাগরে সন্তরণ কর্‌বে! হায়, কি করি! জয়দ্রথ ত কোন ক্রমেই ব্যূহদ্বার ত্যাগ কর্‌লে না। এখন উপায় কি? অধর্ম্মাচারী, নরপিশাচ জয়দ্রথ! পাপমতি কৌরবগণ! এই কি তোদের ক্ষত্রিয়ত্ব? এই কি তোদের ন্যায়যুদ্ধ? এই কি তোদের রণধর্ম্ম? এই কি রথীর প্রথা?

(জয়দ্রথের প্রবেশ)

জয়। পালাও ধর্ম্মরাজ। শীঘ্র পালাও, না হলে নিশ্চয়ই আজ জয়দ্রথের হস্তে তোমার মৃত্যু হবে।

[উভয়ের যুদ্ধ; যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। সিন্ধুরাজ! উপায় কি? এক অভিমন্যু যে কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল কর্‌লে! কেহই যে অভিমন্যু-নিক্ষিপ্ত শরসমূহের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্‌ছে না। কৌরবপক্ষের শত শত নৃপতি, শত শত রাজকুমার, কুরুকুলের যুবকগণ, ও অপরাপর সকলেই আজ বিনষ্ট হল! কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, ভুরিশ্রবা, দ্রোণ, সোমদত্ত প্রভৃতি সকলেই পরাস্ত, এক্ষণে উপায় কি? একটা ষোড়শ বর্ষীয় বালক এসে কুরুকুলের সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

জয়। আচার্য্য আর তাঁর সৈন্যদল কোথা?

দুর্য্যো। তাঁর সৈন্যদল অভিমন্যুকে সংহার করবার জন্য সর্পসদৃশ শরজালে সমাচ্ছন্ন করছে, আর সে বীচিবিক্ষোভিত সাগরসদৃশ হয়ে, সমস্তই যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে। কি হবে?

জয়। আচার্য্য কি কর্‌ছেন?

দুর্য্যো। আমার বোধ হয় তিনি মোহপ্রযুক্ত অভিমন্যুকে বধ কর্‌তে ইচ্ছা করছেন না। তা না হলে, এতক্ষণ অভিমন্যুর চিহ্নও থাকত না। তিনি নিধনোদ্যত হয়ে যুদ্ধ কর্‌লে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁর নিকট যমেরও নিস্তার নাই। কিন্তু ধনঞ্জয় তাঁর প্রিয় শিষ্য, তিনি আমাদের অপেক্ষা ধনঞ্জয়কে অধিক ভালবাসেন। আমার বোধ হয়, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁর সেই স্নেহের স্নেহ অভিমন্যুকে জীবিত রেখেছেন।

জয়। এ বড় অন্যায় কথা ! কর্ণ কোথায় ?

দুর্য্যো ! সকলেই অভিমন্যুর শরাঘাতে একান্ত কাতর হয়ে, ইতস্ততঃ পলায়ন কর্‌ছে—কর্ণ কোথা, দেখি নাই। আচার্য্যকৃত সৈন্য-শ্রেণী ভঙ্গ ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে——

জয়। সর্পশিশু পিতা মাতা হতেও ভয়ঙ্কর ! আমার মতে, কর্ণের অভিমতানুসারে যুদ্ধ করা উচিত। ন্যায়যুদ্ধে কখনই অভিমন্যুকে বধ কর্‌তে পার্‌বেন না। এক কায করুন——দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, শল্য, দুঃশাসন আর আপনি, এই সাত জনে একত্রে গিয়ে অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করুন—আর এককালিন সকলেই শরসন্ধান করুন——এ ভিন্ন আর উপায় নাই।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। ভাই, সম্বাদ কি ?

দুঃশা। সম্বাদ বড় ভয়ানক ! দেখ্‌তে দেখ্‌ত সাগর দ্বিগুণ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে ! অভিমন্যুর হস্তে শল্যের অনুজের মৃত্যু হয়েছে,—আর সর্ব্বনাশের কথা বল্‌ব কি ! তোমার পুত্রকেও সে সংহার করেছে !

দুর্য্যো। কি বল্‌লে ?——আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে ! ওহ্ ! আর সহ্য হয় না—এখনই দুরাত্মাকে বধ করবার সদুপায় দেখ। ওহ্ ! বুক ফেটে গেল——

জয় ! মহারাজ, এ কাতর হবার সময় নয়। দৃঢ় হোন্——তার পর দুঃশাসন ?

দুঃশা। অভিমন্যু বড় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্‌ছে। এমন লঘুহস্ত আমি কখন দেখি নাই। শরগ্রহণ ও শরনিক্ষেপের ব্যবধান মাত্র দৃষ্ট হচ্ছে না। তার প্রস্ফুরিত শরাসন চতুর্দ্দিকে শরৎকালীন

সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হচ্চে। তার আশ্চর্য্য বিক্রম। এত দ্রুত পরিভ্রমণ কর্‌ছে যে, যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই অভিমন্যুকে বিরাজিত দেখা যায়। এমন সমর-নিপুণতা কেহ কখন দেখে নাই, দেখ্‌বে না। কর্ণ শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হয়ে, যুদ্ধে বিরতপ্রায় হয়েছেন,——একটা বালক রথী কুরুকুলের আজ সর্ব্বনাশ কর্‌লে !

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। ঐ দেখ, পার্থতনয় মহাবীর অভিমন্যু কৌরবগণকে পরাস্ত করে, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করছেন। আমার মতে উঁহার তুল্য যুদ্ধবিশারদ ধনুর্দ্ধর আর নাই। ঐ মহারথী ইচ্ছা করলে, একাকীই সমস্ত কৌরবগণকে সংহার করতে পারেন। কিন্তু কেন যে এখনও তা করছেন না, তা বল্‌তে পারি না।

দুর্য্যো। তা হলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অর্জ্জুন আপনার প্রিয়তম শিষ্য, তার পুত্র আপনার আরও প্রিয়। তার জয়-লাভে আপনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন—আমরা আপনার বধ্যের মধ্যে পরিগণিত।

দুঃশা। রাজন্‌! আর সহ্য হয় না, আমি পুনরায় চল্লেম। যে রূপে পারি, আজ অভিমন্যুকে বধ করব। রাহু যেরূপ দিবাকরকে গ্রাস করে, সেইরূপ আমি আজ সমস্ত পাণ্ডব ও পঞ্চালদিগের সমক্ষে অভিমন্যুকে সংহার করব। দেখি কার সাধ্য আজ অভিমন্যুকে রক্ষা করে।

[বেগে প্রস্থান।

দুর্য্যো। গুরুদেব, রক্ষা করুন। আজ যদি না রক্ষা করেন, ত আপনার সমক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন করব! ঐ ধনুঃশর আমার প্রতি লক্ষ্য করুন—আমায় বধ করুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! ক্ষান্ত হও। আমাকে আর কি কর্‌তে বল? আজ আমি যে ব্যূহ নির্ম্মাণ করেছি, কারও সাধ্য নাই তা হতে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু তুমি ত স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছ—অভিমন্যুর কত বিক্রম।

দুর্য্যো। আপনি অগ্রে আমাকে বধ করুন। বলুন, না হয় আমার নিজ অসি আমি নিজ বক্ষে আঘাত করি।

জয়। গুরুদেব! আপনার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবেন না।

(যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসন ও অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। পাপিষ্ঠ! আজ সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে এই যুদ্ধক্ষেত্রে পেলেম। তুমি যে সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে মর্ম্মপীড়া দিয়েছিলে, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে কপট দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে, মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য বলেছিলে, আজ তার উচিত প্রতিফল দিব। দুর্ম্মতি! অচিরাৎই তুমি রাজ্যদ্রোহ, পরস্বাপহরণ, পরবিত্তলোভ ও আমার পিতৃরাজ্য হরণ পাপের উচিত প্রতিফল পাবে? যদি তুমি অন্যের ন্যায়, প্রাণের ভয়ে, সমরভূমি পরিত্যাগ করে না পলায়ন কর, ত নিশ্চয়ই আজ তোমার দেহ কাক শকুনির দ্বারা ভক্ষণ করাব।

(দুঃশাসনকে অস্ত্রাঘাত)

দুর্য্যো। গুরুদেব! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। দুঃশাসনকে রক্ষা করুন।

(জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধনের এককালিন শরত্যাগ)

[অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান সন্নিহিত দেবমন্দির।

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্ত। প্রাণভরে ছুটো কথা কয়েও নিতে পারলেম না। লজ্জা তার প্রতিবন্ধক হল। হায়! মনে যে কতখানা অশুভ গাচ্ছে, তা বল্‌তে পারিনে। না জানি অদৃষ্টে কি আছে! দক্ষিণ অঙ্গ অনবরত স্পন্দিত হচ্চে, চক্ষুদ্বয় আপনিই জলপূর্ণ হয়ে আস্‌ছে, প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। তাঁকে না দেখে আর থাক্‌তে পারি নে। শুভপরিণয়াবধি নিরবধি একত্রে ছিলেম, মিলনসুখে সর্ব্বদাই সুখী ছিলেম, বিরহ কাকে বলে তা জান্‌তেম না। বিধাতা সে সাধে বাদ সাধ্‌লেন, অভাগিনী-হৃদয়ে দারুণ বিরহশেল আঘাত করে নাথকে স্থানান্তরিত করলেন!—স্থান!—অতি ভয়ানক স্থান!—শমনের ক্রীড়াভূমি! আর থাক্‌তে পারি নে। তাঁকে না দেখে আর এক দণ্ডও থাক্‌তে পারি নে! ছুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই; যা একবার মাত্র চক্ষু বুজিয়েছি, অমনি কুস্বপ্ন এসে তাতে শত্রুতা করেছে। নিদ্রার সহিত বিরহের চিরবিবাদ। (ক্ষণপরে) স্বপ্ন—কি ভয়ানক স্বপ্ন! মনে হলে শরীর শিউরে ওঠে। না, সে কথা আর মনে আন্‌ব না। আবার মনে পড়ছে, আবার কুভাবনা এসে মন্‌কে আক্রমণ কর্‌ছে। মন চঞ্চল হলে, স্বভাবতই শঙ্কা-

ম্বিত হয়। কু ?—না, না, আমার ভাগ্যতরুতে কখনই কুফল ফলবে না। আমি মহাবীর ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ, বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ বাসুদেবের ভগ্নিবধূ,——আমার কখনই মন্দ হবে না। নাথ অবশ্যই রণজয় করে শীঘ্র আমার কাছে আসবেন—দাসীর কাছে আস্‌বেন—পিপাসিতা চাতকিনীর কাছে আস্‌বেন। যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ! পাণ্ডবেরা কখন কারও সহিত অধর্ম্মাচরণ করেন নাই——পাণ্ডবদেরই জয় হবে। (ক্ষণপরে) আবার মন চঞ্চল হচ্ছে, আবার আশঙ্কা মনকে আক্রমণ করছে।—আবার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে——আবার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে, আবার চক্ষু জলপূর্ণ হয়ে আস্‌ছে। দেবাদিদেব মহাদেব! সকলই তোমার লীলা। সতীপতি! সতীকে রক্ষা কর। নয়নজল তোমার শ্রীচরণে সিঞ্চন. কর্‌ছি।

গীত—নং ৫।

(সুনন্দা ও চিত্রাবতীর প্রবেশ)

সুন। প্রিয়সখি! তোমার মুখখানি মলিন, চক্ষুদুটী পৃথিবীসংলগ্ন, গণ্ডদেশ আর্দ্র——দেখি, (চিবুক ধরিয়া মুখোত্তলনান্তর) একি? চক্ষে জল যে!

উত্ত। (সরোদনে) সুনন্দা! আমাকে যুদ্ধস্থলে নিয়ে চল্।

চিত্রা। যুদ্ধস্থলে যাবে, সে কি কথা?

উত্ত। আমি তাঁকে একবার দেখ্‌তে যাব।

সুন। তুমি পাগল হয়েছ না কি?

উত্ত। তা হলে হত ভাল। তা হলে এমন করে মানসিক চিন্তানলে দগ্ধ হতেম না। অন্তঃপ্রকৃতি এমন কোরে ছিন্ন ভিন্ন হত না। জ্ঞানশূন্যাই থাকতেম।

চিত্রা। অত ভাবনা কিসের? যুদ্ধে গেছেন, আবার যুদ্ধ জয় করেই আসবেন।

উত্ত। আমার মন অধৈর্য্য হয়েছে, প্রবোধবাক্য বিফল। চিত্রাবতি! সুনন্দা! এতক্ষণ সেখানে কি হল! তোরা শীঘ্র আমাকে নিয়ে চল্।

চিত্রা। সে কি কথা! কি আর হবে? বালাই! ও কথা মুখে আন্তে আছে? আর যা হবার তা শত্রুর হোক্। যুবরাজেরই জয় হবে, তার আর সন্দেহ নাই। পাণ্ডবেরা চিরজয়ী। কবে না দেখ্‌ছ, কবে না শুন্‌ছ, পাণ্ডবেরা যুদ্ধ জয় কোরে আসছেন।

উত্ত। না, সেটী আমার বিশ্বাস হচ্চে না। আমার মন যে কেমন করছে!

সুন। ভালবাসার জন্য মন সামান্য কারণে শঙ্কান্বিত হয়। তাতে আবার তোমার বিরহ যন্ত্রনাটা নাকি এই প্রথম—তাই আরও কষ্ট হচ্চে। স্থির হও, অমন করে মিছে ভাবনা ভেবে ভেবে দেহ ক্ষয় করও না। রাণীমা যুবরাজের কল্যানে মহাদেবকে পূজা করবার জন্য আস্‌ছেন। তোমাকে এ রূপ দেখ্‌লে তিনি কি বল্‌বেন?

চিত্রা। কেঁদো না সখি, চুপ কর।

গীত—নং ৬।

মুখটী মুছে ফেল। শতদল কর্দ্দমাভিষিক্ত দেখ্‌তে পারা যায় না। এসো আমি মুছিয়ে দিই।

উত্ত। না, আমি আপনিই মুছ্‌ছি। (মুখমণ্ডল মুছিতে মুছিতে সিমন্তের সিন্দুর মুছিয়া, বস্ত্রে সিন্দুর চিহ্ন দেখিয়া) একি! (কাঁদিতে কাঁদিতে) একি চিত্রাবতি! এ কি হল! হায় এ কি হল! সিঁতের সিঁদুর মুছে ফেল্‌লুম যে! অ্যাঁ——হা বিধাতা——(মূর্চ্ছা)

সুন। ধর ধর চিত্রাবতি——কি সর্ব্বনাশ!

(উত্তরাকে ক্রোড়ে লইয়া চিত্রাবতীর উপবেশন)

আমি জল আনি, কিসে করেই বা আনি! কিছুই যে পাচ্চিনি।

[প্রস্থান।

চিত্রা। পরমেশ্বরের মনে কি আছে! সরলা নিষ্পাপা বালিকার অদৃষ্টে কি আছে! এয়োতের প্রধান লক্ষণটী মুছে গেল—— উত্তরার আপন হস্ত হতে উঠে গেল। হে মহাদেব! রক্ষা কর!

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুন। এই জল নাও। আমি আঁচলে করে আন্‌লুম—নিংড়ে নিংড়ে মুখে চখে দাও।

(উত্তরার মুখে জল প্রদান)

একে গর্ব্ভবতি, তায় আবার এই প্রথম, তাতে এই কঠিন মাটীর উপর-

উত্ত। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) স্বর্গীয় আলোক——চন্দ্রলোক——দিব্যযান ——নাথ! আমায় ওতে তুলে নাও——আমায় ফেলে যেও না——আমি তোমার উত্তরা।

সুন। এ প্রলাপ——জ্ঞানের কথা নয়। আরও জল দাও।

উত্ত। (মূর্চ্ছান্তে) কৈ? প্রাণেশ্বর কৈ?—হা! আমি পাগল—পাগল —পাগল। তিনি যে এইমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করে চন্দ্র-লোকে গমন করেলেন্ (কাঁপিতে কাঁপিতে) উহু! মাগো—— সখি! আমাকে ধর। আমাকে ধরে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল——লোকলজ্জাভয় মান্‌ব না——চল——চল——আমি কারও নিবারণ শুন্‌ব না——চল——চল——চল।

[বেগে প্রস্থান; পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখীদের প্রস্থান।

(ধূনাধার ও অর্ঘ্যপাত্র হস্তে জনৈক পরিচারিকা ও সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভ। বউমা কোথা গেলেন! আমার প্রাণের বউমা——সোনার বউমা কোথা গেলেন——উদ্যানে না এসেছিলেন?

পরি। হাঁ——বোধ হয় ফের চলে গেলেন।

সুভ। যাও তাঁকে এই খানে ডেকে নিয়ে এসো——দেবাদিদেবের পূজা সমাপন হলে তাঁকে আবশ্যক হবে।—না—একটু দাঁড়াও, আমার অভিমন্যুর কল্যাণে আগে ধূনা পুড়িয়ে নিই—— ধূনার পাত্র একখানি আমার মাথার উপর বসিয়ে দাও——আর দুখানি দুই হাতে দাও।

(উপবেশন—পরিচারিকার তদ্রূপ করণ)

দাও, ধূনা জ্বেলে দাও——

(পরিচারিকার ধূনা জ্বালিয়া দেওয়া)

(ক্ষণপরে) ধূনা, শেষ হয়েছে, দাও, নামিয়ে দাও।

(পরিচারিকা ধূনাধার সকল সুভদ্রার হস্ত ও মস্তক হইতে লইয়া ভূতলে স্থাপন)

যাও, এইবার বউমাকে ডেকে আন।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

সুভ। (যোড়করে)

গীত—নং ৭।

হে অনাথনাথ! হে ভূতভাবন! হে দেবাদিদেব! অধিনীর পূজা গ্রহণ কর। অধিনীর সর্ব্বস্বধন, অধিনীর একটী রত্নকে রক্ষা কর——আমার প্রাণের অভিমন্যুকে রক্ষা কর। হৃদয়ের

একমাত্র শান্তি, নয়নের একমাত্র মণি, আমার অভিমন্যুকে রক্ষা কর।

(শিবলিঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানোদ্যতা)

(সহসা বজ্রাঘাত ও গাঢ় অন্ধকার)

(সবেগে ভূতলে পতিত হইয়া সরোদনে) হায়! মহাদেব আমার পূজা গ্রহণ কর্‌লেন না!—তবে আমার কি হবে? আমার কপালে কি ঘট্‌বে? বাবা অভিমন্যু! অভিমন্যু!—হে মহাদেব! হে শূলপাণি! হে পশুপতি! রক্ষা কর, রক্ষা কর। বিপদের কাণ্ডারি! রক্ষা কর। (ক্রমে ক্রমে আলোক প্রকাশ) আবার আলো দেখা দিয়েছে——আমি আবার পূজা দিব। মহাদেব! সতীনাথ! কৃপাময়! ভক্তিভাবে তোমার চরণে আবার পুষ্পাঞ্জলি দিচ্চ। দুখিনীর অঞ্চলের নিধিকে রক্ষা কর——আমার অভিমন্যুর মঙ্গল কর। তাতে যদি দাসীর জীবনেরও আবশ্যক হয়,—নাও।—ব্যোমকেশ!—মহেশ্বর!——

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদানোদ্যতা)

(পুনরপি বজ্রাঘাত ও গাঢ় অন্ধকার)

হা অভিমন্যু! (মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন)।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

যুধিষ্ঠির ও ভীম)

ভীম। মহারাজ! উপায় কি? কৌরবদিগের অধর্ম্ম আর যে সহ্য হয় না। ছয় জন রথী একমাত্র বালককে বেষ্টন করে অস্ত্রাঘাত কর্‌ছে। এই কি ন্যায় যুদ্ধ? এই কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? অনুতাপানলে শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে! এখন উপায় কি? কোন ক্রমেই ত জয়দ্রথকে পরাস্ত করে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পারলেম না। মহাদেবের বরে, জয়দ্রথ অর্জ্জুন ব্যতীত আমাদের সকলেরই অজেয়। দুরাত্মা স্বয়ং দ্বার রক্ষা করছে—কোন ক্রমেই দ্বার ত্যাগ করলে না——আপনিও অপমানিত হলেন। আর সহ্য হয় না।

যুধি। ভাই! কি করি? কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না। অভিমন্যুকে কেমন করে ব্যূহ হতে বার করে আনি। হায়! অভিমন্যু অর্জ্জুনের জীবনসর্ব্বস্ব—তার কোন অমঙ্গল হলে, কি যে হবে, আমি তাই ভেবে আরো আকুল হয়েছি। না হয়, চল গিয়ে, জয়দ্রথের পায় ধরে; অনুনয় বিনয় করে বলি, জয়দ্রথ দয়া করে ব্যূহ দ্বার ত্যাগ করুক। আমরা যুদ্ধ করব না——পরাভব স্বীকার করে, কোলে করে বৎসকে নিয়ে স্বশিবিরে আস্‌ব।

ভীম। জয়দ্রথ মূর্ত্তিমান পাপ। তার পাষাণ হৃদয় পাণ্ডবদের অনুনয় বিনয়ে দ্রবীভূত হবে না।

যুধি। জগদীশ্বর! রক্ষা কর। এখন তোমার চরণ কৃপা ভিন্ন আর উপায় নাই। ভাই বৃকোদর! কি হবে? সুভদ্রার যে আর নাই। ভাই! অর্জ্জুন যখন এসে অভিমন্যুকে অন্বেষণ করবে, তখন আমি তাকে কি বলব।

ভীম। যুদ্ধে আমাদের মৃত্যু হলে ক্ষতি ছিল না। আমরা পাঁচ ভাই, এক জনের মৃত্যু হলে জননীকে প্রবোধ দিবার আর চারি জন থাকবে——কিন্তু অভিমন্যু সুভদ্রার একমাত্র নয়ন-মণি।

যুধি। ভীম! আমি আত্মঘাতী হই। আমাকে জীবিতাবস্থায় চিতায় তুলে দগ্ধ কর। আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। হায়! কি কর্‌তে কি কর্‌লেম। কৌরবদিগের দ্বারা পরাজিত হলে, অর্জ্জুনের নিকট নিতান্ত লজ্জিত হতে হবে বলে, বৎসকে রণে প্রেরণ কর্‌লেম, কিন্তু এখন যে আমাকে লজ্জার অধিক ভোগ কর্‌তে হবে। মনস্তাপ, হাহাকার, শোক, দুঃখ যে কত আমার কপালে আছে তা আর বল্‌তে পারি না।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! আপনার কাতরোক্তি আমি আর শুন্‌তে পারি না। বলুন, না হয় একবার দুরাচার জয়দ্রথের পায় ধরেই দেখি, দাঁতে তৃণ করে তার পায়ে দিয়ে দেখি, বালক অপ্রাপ্ত যৌবন অভিমন্যুকে ত্যাগ করে কি না?

যুধি। অভ্রভেদী হিমালয় শৃঙ্গ সমূহ আমার মস্তকে ভেঙ্গে পড়ুক। দেবরাজের ভীষণ অশনি আমার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হোক্। ওহ! কি করতে কি করলেম! লোকে আমাকে ধর্ম্মরাজ বলে, বড় ধর্ম্ম কর্ম্মই কর্‌লেম। হায়! আমি অতি ভীরু, কাপুরুষ, অকর্ম্মণ্য, নরহৃদয়শূন্য, দারুণ স্বার্থপর। আপনি পরাজিত হয়ে বৎসকে রণে প্রেরণ করলেম——কালের করালগ্রাসে

বালক অভিমন্যুকে তুলে দিলেম। আমার ন্যায় মূঢ়, অবিবেচক জগতে আর জন্মাবে না। আগে না বুঝে এখন কি সর্ব্বনাশই করলেম। হা অভিমন্যু! আমিই তোমার যত অমঙ্গলের মূল— আমি তোমার পূজনীয় জেষ্ঠতাত নই, আমি তোমার কৃতান্ত। ভাই ভীম! অর্জ্জুনকে কি সম্বাদ পাঠাব?

ভীম। অর্জ্জুনকে সম্বাদ দিবার আর অবসর নাই। সে অনেক দূরে অবস্থান করছে——এখন আশু প্রতিকারের চেষ্টা দেখুন।

যুধি। তুমিই না হয় তার উপায় বলে দাও, ভীম! আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ভাই! আমি হতবুদ্ধি হয়েছি। হা কৃষ্ণ! হা দ্বারকানাথ! হা যদুপতি! মথুরেশ! হৃষিকেশ! জনার্দ্দন!—হা পাণ্ডব সথা মধুসূদন!—এ বিপদকালে তুমি কোথা রইলে? ভীম! বিধাতা নিতান্তই আমাদের প্রতি বিমুখ। তা না হলে কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই এ সময়ে অনুপস্থিত। ওহ! এতক্ষণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কি হল?

ভীম। অধর্ম্মচারী কৌরবগণ! কি করলি? কি করলি? ওরে তোরা ক্ষান্ত হ। ক্ষত্রিয়ত্বের অনুরোধে—মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি দয়ার অনুরোধে তোরা ক্ষান্ত হ। বালকবধে, পুত্রবধে, তোরা ক্ষান্ত হ। ওরে, তোরা কি অপুত্রক? বাৎসল্য কাকে বলে তা কি তোরা জানিস নে। তোদের হৃদয় কি পাষানরচিত? কিশোর সুকুমার বালক অভিমন্যুকে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করিস নে—করিস নে!

যুধি। ভীম! এই কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? এই কি বীরের ধর্ম্ম?

ভীম। বীর কাকে বলেন আপনি? কৌরবদের? হায়! তারা আবার বীর? যারা এইরূপে অন্যায় যুদ্ধে একটী বালকের প্রাণ বিনাশে উদ্যত, তারা আবার বীর?—ধর্ম্মরাজ! তারা বীর নয় বীর-কলঙ্ক।

যুধি। ওহ! হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর সব চূর্ণ হয়ে গেল। এত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণদীপ নির্ব্বাণ হয় না কেন? হায়! আমার এ কলঙ্ক দুরপণেয় হয়ে রইল। হায়! আমি মূর্ত্তিমান কলঙ্ক হয়ে পৃথিবীতে এসেছি। চল, ভীম, একবার কৌরবদিগকে অনুনয় বিনয় করেই দেখিগে।

ভীম। তাই চলুন। এখনও চেষ্টা করলে, অভিমন্যুকে ফিরে পাওয়া যায়। দীপ নির্ব্বাণ হবার পূর্ব্বে তাতে তৈল প্রদান আবশ্যক।

যুধি। আমি দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রত্যেক কৌরবপক্ষীয় বীরের, প্রত্যেক সেনাপতির, প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষের, প্রত্যেক অশ্বারোহীর, প্রত্যেক গজারোহীর, প্রত্যেক সেনানির, প্রত্যেক পদাতিকের, প্রত্যেক দূতের অবধি, হাতে ধরে, পায় ধরে, দাঁতে তৃণ করে, অনুনয় বিনয় করে, কাতর হয়ে রোদন করে, বল্‌ব——তারা আমার অভিমন্যুকে ত্যাগ করুক। যোড়হস্তে সকলের কাছে—অভিমন্যু ভিক্ষা প্রার্থনা করব। নিজ জীবন দিতে হয় দিব, রাজ্যলালসা পরিত্যাগ কর্‌তে হয় করব, পুনর্ব্বার অরণ্যবাসী হতে হয় হব, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাক্‌তে হয়, থাকব, সমস্ত জীবন প্রচ্ছন্নভাবে অতিবাহিত করতে হয় করব;—— কৌরবেরা আমার অভিমন্যুকে আমাকে দিক। চল, ভাই চল, নকুল সহদেবকে সমভিব্যাহারে লও, আজ আমরা চারি ভ্রাতায় কৌরবদিগের নিকটে ভিক্ষা করব——একটী জীবণ ভীক্ষা করব। তাদের মনে কি দয়ার উদয় হবে না?

ভীম। চলুন,—দেখি, প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল—ব্যূহমধ্যভাগ।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও শল্য চক্রাকারে দণ্ডায়মান)

দুর্য্যো। জাল পাতা হয়েছে, এখন স্বীকার এসে পড়্‌লে হয়।

শল্য। সিংহ অপেক্ষা সিংহশাবকের বিক্রম ভয়ঙ্কর। আজকের যুদ্ধে সকলকেই বিস্ময়াপন্ন করেছে।

কর্ণ। ধনুর্ব্বাণ ছিন্ন হয়েছে।

দুঃশা। আমি তার সারথিকে বিনাশ করেছি। আচার্য্য শরাঘাতে তার রথখণ্ড চূর্ণ করেছেন।

অশ্ব। পিতার সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করছে। ধনুর্ব্বাণশূন্য হয়েছে, রথচ্যুত হয়েছে, তথাপি অসি ও গদা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনাশ কর্‌ছে। অর্জ্জুনপুত্র অর্জ্জুন অপেক্ষাও তেজস্বী। তার হস্তে আজ অযুত অযুত কৌরবসেনা বিনষ্ট হয়েছে।

দুর্য্যো। গুরুদেব স্বয়ং শরাসন ধারণ করে যুদ্ধ করছেন। শীঘ্রই দুরাত্মাকে ব্যূহের মধ্যভাগে তাড়িয়ে নিয়ে আস্‌বেন। হতভাগ্য বালক ব্যূহমধ্যভাগে পতিত হবামাত্রেই আমরা সকলেই এককালীন শরসন্ধান করব।

কর্ণ। এখন এসে পড়্‌লে হয়।

শল্য। শীঘ্রই অভিমন্যু বধের উপায় উদ্ভাবন করুন। তার হস্তে

কৌরবদিগের কোনক্রমেই নিস্তার নাই। ভ্রাতৃবিয়োগে আমার মনে ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়েছে। আজ যে রূপে পারি তাকে বিনাশ করব।

দুঃশা। না হলে আমাদের সমস্ত মহারথগণকে সে নিশ্চয়ই আজ বিনাশ করবে।

কর্ণ। যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করে পলায়ন করা রথীর উচিত নয় বলেই আমি এতক্ষণ যুদ্ধস্থলে আছি।

অশ্ব। আশ্চর্য্য অভিমন্যুর বিক্রম! এ পর্য্যন্ত কেহই তার তিলমাত্র অবকাশ দেখে নাই। মহাবীর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করছে কিন্তু উহার কিছুমাত্র অবসর দৃষ্ট হচ্চে না। আর উহার কবচ নিতান্ত অভেদ্য; পিতা ধনঞ্জয়কে যেরূপে কবচ ধারণে সুশিক্ষিত করেছিলেন, বোধ হয়, ধনঞ্জয় অভিমন্যুকেও তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করেছে———

নেপথ্যে অভি। আচার্য্য! এই তোমার বীরত্ব! পালাও কেন? দাঁড়াও—ভয় নাই; তুমি আমার পিতৃগুরু, ভয় নাই, আমি তোমার প্রাণ সংহার করব না।

কর্ণ। স্থান কর——স্থান কর—ঐ আস্‌ছে। যেন সহজেই ব্যূহের মধ্যভাগে এসে পড়ে।

দুঃশা। এলে বেটাকে আজ বেড়া আগুনে পোড়াব।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। গর্ব্বিত যুবক বীরমদে মত্ত হয়ে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে।—শরনিক্ষেপে বড় পটু। শরাসন ছিন্ন হয়েছে, রথ ভগ্ন হয়েছে, তথাপি ভূমি যুদ্ধে দ্বিতীয় কৃতান্ত। ঐ আসছে—

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

(সকলের অভিমন্যুকে বেষ্টন)

অভি। পরাজিত, অবমানিত সপ্তরথী! এখনও কি তোমাদের যুদ্ধের সাধ মিটে নাই। তবে পুনর্ব্বার এস,——এস আজ আমি আমার পিতৃকুলের রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক করি।

কর্ণ। দুরাত্মা! মরতে বসেছ, অত দম্ভ কেন? অত আস্ফালন কেন?

অভি। নির্লজ্জ কর্ণ! তোমার লজ্জা নাই, তাই আবার অস্ত্রধারণ করে আমার সম্মুখে এসেছ। যাও—যমালয়ে যাও।

(অসিপ্রহার)

(সপ্তরথার এককালীন শরসন্ধান)

অধর্ম্মচারি, পাপিষ্ঠ কৌরবগণ! এই কি ন্যায় যুদ্ধ? এই কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? সাতজনে এককালীন একজনকে আঘাত?

দুঃশা। শত্রু যেরূপে পারি নিহত করব, তার আর ন্যায়ান্যায় নাই।

অভি। আচ্ছা, আমি তাতেও ভীত নই। অর্জ্জুন-নন্দন তাতেও পরাঙ্মুখ নয়। দুরাচার পাপিষ্ঠগণ! আয়, দেখি তোদের কত ক্ষমতা। এই এক অসি দ্বারা আমি একাকীই তোদের সাত জনের সহিত যুদ্ধ করব।

(অসি ঘুরাইয়া সপ্তরথীর বাণ নিবারণ, অবসরক্রমে সপ্ত জনকে আঘাত)

[সপ্তরথীর প্রস্থান।

ধীক্ ভীরু, কাপুরুষগণ! তোরা যুদ্ধস্থলে আসবার নিতান্ত অনুপযুক্ত——তোরা বীর নস্——বীরকলঙ্ক। জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

(সপ্তরথার পুনঃপ্রবেশ)

অভি। আবার এসেছ নির্লজ্জগণ! পলায়ন করলে কেন? তোমরা না ক্ষত্রিয়?——তোমরা না বীর? যুদ্ধ করতে করতে পলায়ন

করা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম?—বীরের ধর্ম্ম? যাদের প্রাণে এত ভয় তারা ক্ষত্রিয় নয়, তারা বাঙ্গালী—তারা বীর নয়, তারা বীর-কলঙ্ক। তারা পশু অপেক্ষাও অধম। যাও, চলে যাও, প্রাণ নিয়ে প্রস্থান কর। আর কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে এসো না——প্রাণ-ভয়ে বনে গিয়ে বাস কর।

দুঃশা। অভিমন্যু! বোধ হয় ঐ গুলি তোর জীবনের শেষ কথা।

অভি। আমার না হয় তোমাদের; কুরুকুলের এই অধর্ম্মচারি কুলা-ঙ্গারদের; পাপমতি দুর্য্যোধনের পাপপূর্ণ সপ্তরথীদের। আমি তোমাদের ষড়যন্ত্র বুঝ্‌তে পেরেছি——সাত জনে একসঙ্গে যুদ্ধ করে আমার প্রাণ বিনাশ করবে, এই তোমাদের ইচ্ছা—— আমি তাতেও পরাঙ্মুখ নই। আমি একাকী তোমাদের সাত জনেরই সহিত যুদ্ধ করব। অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু রণরঙ্গে কখনই বিরত নয়। সে তোমাদের মত, কাপুরুষের ন্যায়, প্রাণ-ভয়ে ভীত হয়ে, পলায়ন করতে জানে না। বীরত্বের কাছে সে প্রাণকে তুচ্ছ বিবেচনা করে। যাও অধর্ম্মচারি বীরকলঙ্ক-গণ! সবাই অনন্ত নরকে যাও।

[যুদ্ধ ও সপ্তরথীর প্রস্থান।

দূর হ কাপুরুষ ভীরুগণ! তোরা আবার যোদ্ধা? সামান্য বালকের ভয়ে পলায়ন করলি! (ক্ষণপরে) কিন্তু দেখছি, আজ আমার রক্ষা নাই! আমি একাকী—— শত্রুদল অসংখ্য। সপ্তরথীর ষড়যন্ত্রে আজ বোধ হয় আমার প্রাণ বিনষ্ট হবে। ন্যায় যুদ্ধে—সম্মুখ যুদ্ধে সকলেই পরাস্ত হয়েছে—এখন অবশেষে ক্ষত্রিয়ত্ব তুচ্ছ করে, বীর-ধর্ম্মে পদাঘাত করে, অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন করলে। আমি একাকী, সাতজনে একত্রে আমার দেহে শরপ্রহার করছে—

শরীর অল্পসময় মধ্যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল——রক্তস্রাবে দেহের বল ক্ষয় হয়ে এল—আর এমন করে কতক্ষণই বা যুঝব! তথাপি কাপুরুষত্ব দেখাব না—ভগ্নহৃদয়ে সাহস বেঁধে যুদ্ধ করব—শত্রুবধ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করব। কোথা গেল দুরাচারগণ! বোধ হয় কোন কুটীল পরামর্শে নিযুক্ত আছে।

(সপ্তরথীর পুনঃপ্রবেশ)।

দ্রোণ। তোমার সকল অস্ত্রই গেছে, অবশিষ্ট ঐ অসি। যদি প্রাণের ভয় থাকে ত অবিলম্বে উহা ত্যাগ কর।

অভি। প্রাণের ভয় কার আছে, তা সকলেই দেখ্‌তে পাচ্চে। আর বীরত্ব প্রকাশ করতে হবে না—যথেষ্ট হয়েছে।

(সকলে অভিমন্যুর হস্ত লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ)

(অভিমন্যুর হস্ত হইতে অসি পতন)

অভি। আমি নিরস্ত্র হয়েছি। আমাকে একখানা অস্ত্র দাও।

দুর্য্যো। শীঘ্র শমন ভবনে যাও।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

অভি। কৌরবগণ! এই কি তোমাদের ন্যায় যুদ্ধ? নিরস্ত্র রথীকে অস্ত্র প্রহার করছ—এই কি তোমাদের বীরত্ব! একবার আমাকে একখান অস্ত্র দিয়ে, পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অধর্ম্ম করো না, অধর্ম্ম করোনা। আমাকে এক খানি অস্ত্র ভিক্ষা দাও।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

কৌরবগণ! অন্যায় করো না, অধর্ম্ম করো না। এত অধর্ম্ম কখনই সইবে না। কৌরবগণ! এতে তোমাদের গৌরব হ্রাস হবে বই বৃদ্ধি হবে না। কৌরবপতি! তুমি আমার আত্মীয়;

আমি তোমার কাছে একখানি অস্ত্র ভিক্ষা চাচ্চি— প্রাণ ভিক্ষা চাচ্চি না—একখানি অস্ত্র আমাকে দাও। কৌরবপতি! আমি তোমার শত্রু বটে, কিন্তু তোমার স্নেহের পাত্র—তোমার ভ্রাতুস্পুত্র—আত্মীয়ভাবে প্রথমে আমাকে একখানি অস্ত্র দাও, তার পর শত্রুভাবে যুদ্ধ করো।

দুর্য্যো। তুই আমার পরম শত্রু অর্জ্জুনের পুত্র—তোকে এখনি বিনাশ করব।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

অভি। আর না, আর চেষ্টা বৃথা। নিশ্চয়ই দুরাত্মারা আমার প্রাণ বিনাশ করবে। হা ধিক্ কৌরবগণ! তোমাদের ধীক্, তোমাদের বীরত্বে ধিক্, তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক্, তোমাদের অস্ত্রধারণে ধিক্, তোমাদের জীবনেও ধিক্।

দুঃশা। এখন মরতে প্রস্তুত হ।

অভি। তথাস্তু! তা তোমাকে কষ্ট পেয়ে বল্‌তে হবে না। তা আমি অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

আর না, আর না, আর না। আর চেষ্টা করা বৃথা (উপবেশন)

দ্রোণ। (রথীগণকে) আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

অভি। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা জ্যেষ্ঠতাতগণ! হা খুল্লতাতগণ! হা মাতুল! হা উত্তরে! এ সময়ে তোমরা কোথায় রইলে? একবার দেখে যাও, দুর্বৃত্ত কৌরবদিগের অন্যায় যুদ্ধে তোমাদের অভিমন্যু আজ বিনষ্ট হল। হা পিতঃ! তোমার অভিমন্যুকে, আজ বীরকলঙ্ক সপ্তরথী কি উপায়ে বধ করছে, একবার দেখে যাও। এ সময়ে তুমি কোথা রইলে! মাগো!—মা—মা—মা (সরোদনে) তোমার যে আর নাই মা!—মা,—মা,—মা,

আসবার সময়ে তোমার কথা শুনলেম না—তার এই প্রতিফল হল। মাগো, আমার মৃত্যুসংবাদ যখন তোমার কর্ণে যাবে, তখন তুমি কি জীবিত থাক্‌বে? মা! তোমার একমাত্র রত্নকে তুমি আর দেখ্‌তে পাবে না! হা ধর্ম্মরাজ! হা জ্যেষ্ঠতাতগণ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনারা আমার অনুসরণ করতে পারলেন না, এ অভাগা নিষ্ক্রমণ উপায় জানে না, তাই আজ এই অক্ষত্রিয় বীরকলঙ্কদিগের অন্যায় সমরে বিনষ্ট হল। প্রাণপ্রিয়ে উত্তরে! উত্তরে! প্রাণাধিকে! উঃ! তোমার কথা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! সুকুমারি বালিকা—বিরহ কাকে বলে কখনও জান না। হায়! তোমাকে আজ চিরবিরহে নিক্ষেপ করে চল্লেম। প্রাণেশ্বরি! আমার অদর্শনে তুমি কি জীবিত থাক্‌বে? আত্মঘাতিনী হ'ও না; তোমার গর্ভে সন্তান আছে। হা মাতুল বিশ্বকর্ত্তা বাসুদেব! যে আপনার ভাগিনেয়, তার আজ শোচনীয় অবস্থা দেখুন। অন্তর্যামী বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্‌! বিঘোরে আজ সুভদ্রানন্দন প্রাণে বিনষ্ট হল। দীননাথ! দুঃখিনী জননীর আর নাই—অভিমন্যুবিয়োগ-বিধুরা সুভদ্রাকে দেখো—মার আর নাই। হায়! শরীর ক্রমে অবসন্ন হয়ে এল——ঘন ঘন নিশ্বাস পতন হচ্চে, প্রাণদীপ শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। আর বিলম্ব নাই, অভিমন্যু নামে পাণ্ডবদিগের এক দাস আজ পৃথিবী হতে চল্‌ল। শত্রুদিগকে আনন্দসাগরে, আত্মীয়গণকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করে চল্লেম। কৌরবগণ! তোমাদের এ কলঙ্ক কখনও অপনীত হবে না—সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হলেও লোকে তোমাদের নামে ধিক্কার দেবে——কিন্তু অভিমন্যুর দুঃখে বিগলিত হয়ে একবারও অশ্রু বর্ষণ করবে। পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে তোমরা বীরকলঙ্ক বলে বিখ্যাত হলে। আর না, আর বিলম্ব নাই—মৃত্যু করাল মুখ ব্যাদান করে আস্‌ছে—শীঘ্রই গ্রাস করবে। মৃত্যুকালেও

একবার আক্রমন করে দেখি——যদি একটী শত্রুও বধ করতে পারি (সবেগে গাত্রোত্থান)।

(গদা হস্তে বেগে দ্রোষনের প্রবেশ)

দ্রোষ। অভিমন্যু, আজ তোর শেষ দিন! (গদাপ্রহার)

(অভিমন্যুর পতন)

অভি। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা মাতুল! হা উত্তরে!——(মৃত্যু)

(সহসা মেঘগর্জ্জন ও অন্ধকার)

দ্রোণ। একি! একি! দুর্য্যোধন, তোমার জন্য আজ আমি গভীর পাপসাগরে মগ্ন হলেম!——পৃথিবীর অতি জঘন্য কার্য্য আজ দ্রোণাচার্য্য দ্বারা সাধিত হল!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয়! কৌরবপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

দৈববাণী।

বধিলি বালকে সবে অন্যায় আহবে।
এই পাপে কুরুকুল ছারখার হবে॥

(স্বর্গ হইতে দিব্যযানারূঢ় দিব্যলোকের অবতরণ)

গীত—নং ৮।

[অভিমন্যুর জ্যোতির্ম্ময় প্রাণবায়ু লইয়া প্রস্থান]

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

(যুধিষ্ঠির ও ভীম)

ভীম। এত অধর্ম্ম কখনই সইবে না। ক্রোধে, ক্ষোভে, শোকে, দুঃখে আমার অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে গেল! কি বলব, দুরাচার জয়দ্রথ মহাদেবের বরে আমার অবধ্য, তা না হলে আমি এখনি তার পাপের সমুচিত শাস্তি দিতেম। এই গদাঘাতে তার মস্তক চূর্ণ করতেম। ওহ! দুরাত্মা কি সর্ব্বনাশই ঘটালে!

যুধি। হা বৎস অভিমন্যু! তুমি আমারই প্রিয়চিকীর্ষায় চক্রব্যূহ ভেদ করে, অগণিত দ্রোণসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করেছিলে। কিন্তু আমরা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেম না। হায়! তোমার প্রভাবে শত শত রণদুর্ম্মদ, মহাধনুর্দ্ধর, অস্ত্রবিশারদ শত্রু নিহত হয়েছে, সপ্তরথী সাতবার পরাস্ত হয়েছে।—— জগৎসংসার তোমার বীরত্বকে প্রশংসা করবে। তুমি বীর-পুরুষ, শত্রুবধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছ——স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।—কিন্তু আমার ললাটে তুমি দুরপণেয় কলঙ্ক-রেখা দিয়ে গিয়েছ। যখন লোকে শুনবে, তুমি আমারই উত্তেজনায় যুদ্ধে গমন করেছিলে; যখন লোকে শুনবে,

তুমি আমারই ভরসায় কাল চক্রব্যূহ ভেদ করেছিলে; যখন লোকে শুনবে, আমরা কাপুরুষের ন্যায় জয়দ্রথের রণে পরাস্ত হয়ে, তোমার সাহায্যার্থে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম হয়েছিলেম; যখন লোকে শুনবে, তুমি সপ্তরথীর যুদ্ধে নিহত হয়েছ; যখন লোকে শুনবে, দুর্ম্মতি দুঃশাসন-পুত্র দ্রোষণ তোমার প্রাণসংহার করেছে; তখন লোকে যে আমাকেই শত শত ধিক্কার দিবে। দুরপনেয় কলঙ্ক-রেখা আমার ললাটভাগে অঙ্কিত করে দিবে। হা বৎস! হা অভিমন্যু! হা বীরপুত্র! তোমার নিধনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল!

ভীম। মহারাজ! রোদন সম্বরণ করুন। চক্ষের জলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করবেন না। এখন যাতে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও তার পাপ অনুচরবর্গ তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি পায়, তার উপায় দেখুন।

যুধি। ভাই! অনন্তকাল যদি অনন্ত নয়ন জল বর্ষণ করি, তা হলেও এই অনন্ত শোকপাবক নির্ব্বাণ হবে না। ওহ! অর্জ্জুন যখন সংশপ্তক সংগ্রাম জয় করে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করবে, সে এসে যখন প্রিয়তম অভিমন্যুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করবে, তখন আমি তাকে কি বলব? সে যখন পুত্রশোকে অধীর হয়ে, "অভিমন্যু, অভিমন্যু" বলে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করবে, তখন তাকে কি বলে সান্ত্বনা দিব। ভাই! আর গৃহে যাব না, পুনর্ব্বার অরণ্যচারী হব, আমার রাজ্যলাভে প্রয়োজন নাই। ওহ! সুভদ্রা যখন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনে, মণিহারা ফণিনীর মত ব্যাকুল হয়ে রোদন করবে, উচ্চ রোদন-ধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্‌ সমাকুল করে তুলবে, তখন আমি কি করব, কোথায় যাব! হায়! বিরাটকন্যা বালিকা উত্তরার দশা কি করলেম! সে যে জন্মের মত মজল। তার বিধবা

বেশ আমিই বা কি করে দেখ্‌ব? সুভদ্রাই বা কি করে দেখ্‌বে? আর অর্জ্জুনই বা কি করে দেখ্‌বে? ভীম! আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই; আর আমি এ পাপমুখ লোকালয়ে দেখাব না। এই দণ্ডেই আমার মৃত্যু হোক।

ভীম। মহারাজ, সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

যুধি। সত্য ভীম, সকলই বিধাতার ইচ্ছায় ঘট্‌ছে আর ঘটেছে, কিন্তু আমি যে সে ঘটনার প্রধান কারণ। বিধাতা যে আমাকেই সে কার্য্যের উত্তরসাধক করলেন। আমা হতেই যে সব ঘট্‌ল। আমার আর কলঙ্ক রাখবার স্থান নাই। আমি শিশুহত্যা করেছি, আমি পুত্রহত্যা করেছি, আমি অর্জ্জুনের জীবনের জীবনহত্যা করেছি। আমি লোভী, রাজ্যলোলুপ। রাজ্যের জন্য এক অমূল্য জীবন কালের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমার মৃত্যু হল না কেন? যে সুকুমার কুমারকে জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করতে দেওয়া উচিত নয়, আমি তাকে দুস্তর সমর সাগরে নিক্ষেপ করে তার প্রাণ বধের কারণ হলেম!

ভীম। মহারাজ! ক্ষান্ত হোন; আর বিলাপ করবেন না। আপনার কাতরোক্তি আমি আর শুন্‌তে পারি না।

যুধি। ভীম! আজন্মকাল বিলাপ করলেও মনের আক্ষেপ নিবৃত্তি হবে না।

ভীম। ধর্ম্মরাজ!——

যুধি। ভীম! তুমি আর আমাকে ধর্ম্মরাজ বলো না। কেহ যেন আর আমাকে ও সম্বোধন না করে। আমি মূর্ত্তিমান পাপ—— পাপের আকর স্থান। আমি প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস। জগৎ শুদ্ধ লোক এসে এখন যুধিষ্ঠিরের নামে ধিক্কার দিক। কেউ যেন আর যুধিষ্ঠিরের নাম জিহ্বাগ্রেও না আনে। এ পাপ

নাম যার স্মরণপটে চিত্রিত আছে—সে শীঘ্রই তা মুছে ফেলুক। এ নাম শ্রবণ করলে পাপ, স্মরণ করলে পাপ, উচ্চারণ করলে পাপ।

(অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

অর্জ্জু। কেশব! আজ কেন আমার বামচক্ষু অনবরত স্পন্দিত হচ্চে? কেন আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্চে? কেন আমার প্রাণ ব্যাকুল হচ্চে? যে দিকে নেত্রপাত করছি, সেই দিকেই কেবল অমঙ্গলসূচক দৃশ্য সকল দর্শন কর্‌ছি। সখে! এর কারণ কি? কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছি না। সংশপ্তকগ্রামে শুন্‌লেম, দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করে, পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পাণ্ডবদিগের কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই যুদ্ধ জয় করবেন। তুমি অকারণ অমঙ্গল আশঙ্কা করো না। দুর্ভাবনা ত্যাগ কর। তোমাদের অতি অল্পমাত্রই অনিষ্ট হবে।

অর্জ্জু। সখে! আজ শিবির আনন্দশূন্য, দীপ্তিশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট। আমি সংশপ্তকদিগের তুমুল সংগ্রাম জয় করে এলেম, কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয়েরা কেহই মঙ্গল তূর্য্যনিস্বন করছে না; দুন্দুভিধ্বনি সহকারে আমার জয় ঘোষণা করছে না। শঙ্খ, করতাল, মৃদঙ্গ, খঞ্জ'নি প্রভৃতি নিরব। স্তুতিপাঠী বন্দীগণ নিস্তব্ধ। যোদ্ধাগণ আমাকে দেখে অধোমুখে পলায়ন করছে। পূর্ব্বের ন্যায় কেহই আমার নিকটে এসে স্ব স্ব বীরকার্য্যের পরিচয় প্রদান করছে না। সখে! ঘটেছে কি? শীঘ্র বল—মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। কি ভয়ানক কাণ্ডই যে ঘটেছে, কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছি না। অভিমন্যু কোথা? অন্য দিনের মত সে ভ্রাতৃগণকে পশ্চাতে রেখে সর্ব্বাগ্রেই আমার সহিত সাক্ষাৎ

করতে আস্‌ছে না কেন? কি হয়েছে শীঘ্র বল। (যুধিষ্ঠির ও ভীমকে দেখিয়া) এই যে মহারাজ! একি? এমন অপ্রসন্ন বিমর্ষভাবে কেন? আমি সংশপ্তক-যুদ্ধ জয় করে এলেম, সস্নেহ মধুর বাক্যে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করছেন না কেন? কি হয়েছে? অভিমন্যু কোথা? শুনেছিলেম, দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করেছিলেন। অভিমন্যু ভিন্ন পাণ্ডবদের-মধ্যে কেহই সেই ব্যূহ ভেদ করতে জানে না। প্রিয়তম অভিমন্যু কি যুদ্ধে গমন করেছিল?

যুধি। ভাই অর্জ্জুন! তুমি আমাকে বধ কর। ঐ গাণ্ডিবে শর-সন্ধান করে আমার মস্তকচ্ছেদন কর। তোমার জ্যেষ্ঠবধের, গুরুবধের পাপ হবে না। আমি তোমার অভিমন্যুকে——ওহ! আর বলতে পারি না, রক্ত জল হয়ে গেল! হা অভিমন্যু!—

অর্জ্জু। আর বল্‌তে হবে না। বুঝেছি—আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি——হা অভিমন্যু! (মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ। পুত্রশোক অসহনীয়।

(সকলের অর্জ্জুনকে সুশ্রূষা)

অর্জ্জু। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া) হা অভিমন্যু! হা অভিমন্যু! হা পুত্র! হা আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! কোথায় গেলে? ওহহ! সহ্য হয় না, শরীর জলে গেল! অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে গেল। অভি-মন্যু! তুমি কোথা?—গেল—সব গেল—আর সহ্য হয় না। অভিমন্যু! আমার প্রাণের অভিমন্যু! আমার তৃষ্ণার জল, রোগের ঔষধ, স্বাস্থ্যের পথ্য, দুর্ভাবনার শান্তি, বিপদের সহায়, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমার জীবনের জীবন, জীবনের অমৃত, তুমি কোথায়? আর আমার কিছুই আবশ্যক নাই। বুক ফেটে গেল—সব উচ্ছন্ন যাক্, সব ছারখার হোক!

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! ক্ষান্ত হও। সকলেরই এই পথ। কেহই চির-দিন জীবিত থাকৃতে পৃথিবীতে আসে নাই।

অর্জ্জু। ক্ষান্ত হতে পারি না, কৃষ্ণ! মন প্রবোধ মানে না। শোকানলে, ক্রোধানলে, তোমার প্রবোধ বাক্য ভস্মীভূত হল। মনকে স্পর্শ করতেও পারলে না। পুত্র-শোক যে কি ভয়ঙ্কর, আজ তা জানতে পেরেছি।

কৃষ্ণ। পুত্রশোক যে অসহনীয়, তা কে না স্বীকার করবে? দেবাদি-দেব ভূতভাবন ভগবান শূলপাণীর হস্তে যে ভীম ত্রিশূল সদত বিরাজ করে, তার আঘাত অপেক্ষাও পুত্রশোক-শেলা-ঘাত ভয়ঙ্কর। কিন্তু তা বলে কি বিশ্ববিজেতা, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় স্ত্রীলোকের মত রোদন করবে? অরাতি-নির্যাতনব্রত উদ্‌যাপনে বিরত হবে? অর্জ্জুন কি পুরুষের ন্যায় দুঃখভার বহন করতে সক্ষম নয়?

অর্জ্জু। হাঁ——অর্জ্জুন পুরুষ, ক্ষত্রিয়সন্তান, সে অবশ্যই পুরুষের ন্যায় কার্য্য করবে। যে নরাধম অর্জ্জুনের প্রাণপ্রতিম পুত্রকে নিধন করেছে, অর্জ্জুন এখনি তাকে নরকে প্রেরণ করবে। বলুন, বলুন, কোন্ দুরাচার এ কার্য্য করেছে? কোন্ নর-হৃদয়শূন্য পিশাচ আমার বালক অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ? বলুন, এখনি আমি তাকে নরকে প্রেরণ করি।

ভীম। অর্জ্জুন! কি বলব! বল্‌তে বুক ফেটে যায়। দুরাচার জয়দ্রথই অভিমন্যুবধের প্রধান কারণ। ঐ দুরাচারই সেই কাল ব্যূহের দ্বার রক্ষা করেছিল। অভিমন্যু যখন সবেগে ব্যূহ ভেদ করে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হল,—তখন আমরা তার সঙ্গে সঙ্গেই গমন করলেম। যাবামাত্রেই দুর্ম্মতি জয়দ্রথ পথরোধ করে আমাদের সহিত তুমুল সংগ্রামে নিযুক্ত হল। মহাদেবের বলে পাপীষ্ঠ বলী। আমাদের সকলকেই পরাস্ত করলে।

অবশেষে আমরা বৎস অভিমন্যুকে ব্যূহ হতে নিষ্ক্রান্ত করে আনবার জন্য জয়দ্রথের চরণে ধরে, অনুনয় বিনয় করে, দাঁতে তৃণ করে তার কাছে অভিমন্যুর জীবন ভিক্ষা চাইলেম——তথাপি সে পাষাণ-হৃদয় আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করলে না—অবশেষে সপ্তরথী একত্রে যুদ্ধ করে———ওহ্! আর বলতে পারি না।

অর্জু। হা পুত্র! হা অভিমন্যু! অন্যায় সমরে তুমি নিহত হলে? ওরে অধর্ম্মচারী কৌরবগণ! এই কি তোদের ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কায? এই কি রণধর্ম্ম? দুরাচারগণ! আমি এখনি তোদের সমুচিত শাস্তি দিব। আজ আর তোদের কারও নিস্তার নাই। আজ কুরুকুলের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, যাকে পাব, খণ্ড খণ্ড করে কাট্‌ব। স্বর্গ—মর্ত্ত—পাতাল—ত্রিভুবন সমুদায় উল্টে পাল্টে দেব, পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাব। এই গাণ্ডিব, এই আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা আজ কৌরবকুল ভস্মসাৎ করব। আজ তাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করব। অধর্ম্মচারী নারকীগণকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করব। মহারাজ! সখে শ্রীকৃষ্ণ! মধ্যমপাণ্ডব মহাশয়! আজ আমি এই প্রতিজ্ঞা করলেম যে, যে আমার প্রিয়পুত্রের অকাল মৃত্যুর মূল, তাকে কাল নিশ্চয়ই আমি শমন ভবনে প্রেরণ করব। দুরাচার জয়দ্রথ! তোর আর নিস্তার নাই। মহারাজ! এই আমি আপনার পরমপূজ্য শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, স্বর্গীয় দেবগণকে সাক্ষ্য করে প্রতিজ্ঞা করছি, এই গাণ্ডিব হস্তে করে, এই অসি-স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, কল্যই আমি জয়দ্রথকে বধ করব,—কল্যই দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে তার পাপ দেহ শৃগাল কুকুর দিয়ে ভক্ষণ করাব। চরণতলে দুরাত্মার ছিন্ন মস্তক বিদলিত করব। দেবলোক! গন্ধর্ব্বলোক! নাগলোক!

নরলোক! আজ তোমাদের সাক্ষ্য করে প্রতিজ্ঞা করছি, কল্যই জয়দ্রথ দুর্ম্মতিকে শমন-ভবনে প্রেরণ করব। যদি জয়দ্রথ প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে, তার সেই বরদাতা ভগবান শূলপাণীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করেও দুরাত্মার মস্তকচ্ছেদন করব। যদি দেবগণ তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয়, দেবগণের সহিত যুদ্ধ করেও দুরাচারকে বধ করব। পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি তার পক্ষ হয়, তথাপি তার নিস্তার নাই। যদি দুরাচার প্রাণভয়ে ধর্ম্মরাজের, বাসুদেবের, এবং পাণ্ডবপক্ষীয় আপামর সাধারণের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজ দুষ্কর্ম্মের জন্য শতবার অনুতাপ করে, অপরাধের জন্য শতবার মার্জ্জনা প্রার্থনা করে, তথাপি তাকে বিনাশ করব। সেই পাষণ্ডই আমার অভিমন্যু বধের মূল। তাকে নিশ্চয়ই কল্য বিনাশ করব। যে কেহ তার প্রাণ রক্ষার্থে আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে, তৎক্ষণাৎ তাকে বধ করব। দ্রোণাচার্য্য হোন, অশ্বত্থামা হোন, কৃপাচার্য্য হোন, আর যে কেহই হোন, যিনি দুরাচারের সাহায্যে অগ্রসর হবেন, তিনিই আমার এই সুতীক্ষ্ণ শর প্রহারে নরকে গমন করবেন। আজ এই আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করলেম। এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আমি ক্ষত্রিয় নই। এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আর আমি গাণ্ডিব ধারণ করব না। এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাব না। যদি কল্যই আমি জয়দ্রথকে বধ না করি, তা হলে আমার আজীবনার্জ্জীত পুণ্যরাশী বিফল হবে। মাতৃহত্যায়, পিতৃহত্যায় যে পাপ; স্ত্রীহত্যায়, পুত্র-হত্যায় যে পাপ; গুরুহত্যায়, ব্রহ্মহত্যায় যে পাপ; অতিথী-হত্যায়, গোহত্যায় যে পাপ; পরদারহরণে, পরবিত্তহরণে,

বিশ্বাসঘাতকতায়, কৃতঘ্নতায় যে পাপ; কাল যদি আমি জয়দ্রথকে না বধ করি, ত সে সমস্ত পাপ আমারই হবে। আবার বলি, কালই যদি না জয়দ্রকে বধ করি, ত দেবনিন্দা, গুরুনিন্দা, নাস্তিকতা, নিরীশ্বরবাদিতায় যে পাপ, সে সমস্তই আমার হবে। আবার বলি, যদি কালই জয়দ্রথকে না বধ করি, ত প্রবঞ্চনায়, উৎকোচগ্রহণে, মিথ্যাকথায় যে পাপ, তা আমারই হবে। আবার বলি, যদি কালই না জয়দ্রথকে বধ করি, ত মদ্যপানে, গণিকাগমনে, ভ্রূণহত্যায় যে পাপ, সে সমস্তই আমার হবে। জগৎ শুনুক, ত্রিভুবন শুনুক, আমি উচ্চরবে, উচ্চকণ্ঠে বলছি, তারস্বরে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, কাল যদি না জয়দ্রথকে বধ করি, ত অনন্ত নরকে আমার চিরবাসস্থান হবে। দেব দিনমণি! তুমি সাক্ষ্য—আজ তোমার সমক্ষে এই আমি প্রতিজ্ঞা করলেম। আবার প্রতিজ্ঞা করে বলছি, সকলে শুনুক, যদি কল্য দিবাকর অস্তগমনের পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে না স্বহস্তে বধ করতে পারি, ত আমি স্বহস্তে চিতা প্রজ্জ্বলিত করে, সেই অনলে আত্মসমর্পণ করব। সুর, অসুর, মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, কেহই কাল জদ্রথকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার অভিমন্যুর নিধন-কর্ত্তা দুর্ম্মতি জয়দ্রথ যদি গাঢ় অমাবৃত পাতাল প্রদেশে প্রবেশ করে, যদি ধূমপুঞ্জময় নভোমণ্ডলে লুক্কায়িত হয়, যদি দেবপুরে অথবা দৈত্যপুরে আশ্রয়গ্রহণ করে, তথাপি তার নিস্তার নাই। যদি জয়দ্রথ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে দুরধিগম্য অরণ্যানি মধ্যে প্রবেশ করে, আমার ক্রোধ দাবাগ্নি হয়ে তাকে দগ্ধ করবে, যদি জয়দ্রথ অতল সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, আমার ক্রোধ বাড়বাগ্নি হয়ে তাকে দগ্ধ করবে। কাল জয়দ্রথের নিস্তার নাই—নাই—নাই।

কৃষ্ণ। সাধু! সাধু! সাধু!

অর্জ্জু। কাল বসুন্ধরা হয় জয়দ্রথশূন্যা হবেন, নয় অর্জ্জুনকে চির-দিনের মত বিদায় দিবেন। ক্ষত্রিয়প্রতিজ্ঞা—বীরপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না, হবে না, হবে না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" এই আমি চল্লেম, যেখানে দুরাত্মা থাক্‌বে, সেই খানে গিয়ে তাকে বিনাশ করব।

[বেগে প্রস্থান।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

———oo———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল।

(বস্ত্রাবৃত অভিমন্যুর মৃত দেহ পতিত)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সুগন্ধী চন্দনচর্চ্চায় যে অঙ্গ ভারাক্রান্ত হত, আজ সেই অঙ্গে শত শত অস্ত্রের আঘাত-চিহ্ন। মরি! কুসুম-সুকুমার দেহ আজ ধূলায় ধূসরিত, খঞ্জন-গঞ্জিত নেত্রদ্বয় আজ স্থির-নিমীলিত। পক্ষী পিঞ্জর পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর তা ফিরে আস্‌বে না। শত শত, লক্ষ লক্ষ, অযুত অযুত জীবন দিলেও আর ফিরে আস্‌বে না। কালের করাল গ্রাস হতে কাহারও অব্যাহতি নাই।

সকলেরই এই পথ। বৃথা মনুষ্যের গর্ব্ব, বৃথা মনুষ্যের অহঙ্কার, বৃথা মনুষ্যের অভিমান। কিন্তু মনুষ্য নিরন্তরই ধনমদে, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, একবারও ভাবে না যে কালের কুটিল চক্রে সকলকেই পেষিত হতে হবে। দুর্য্যোধন! এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এই সকল ভাবনা তোমার মনোমধ্যে উদিত হত, তা হলে আর এত অমূল্য মনুষ্যজীবন সামান্য ভূমি-খণ্ডের জন্য বিনষ্ট হত না।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জু। দগ্ধ হলেম, দগ্ধ হলেম, জ্বলে গেলেম। পুত্রশোকানলে হৃদয়ের অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়ে গেল। আর সয় না— সয় না।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! আবার তুমি এখানে কেন এলে? এ সকল তোমার দেখবার উপযুক্ত নয়।

অর্জ্জু। একবার জন্মের মত দেখে নি। আর দেখতে পাব না। আমার অভিমন্যুকে আমি আর দেখতে পাব না।

কৃষ্ণ। তবে দেখ, দেখে চক্ষু দগ্ধ কর। তাপিত হৃদয় দ্বিগুন তাপিত কর।

অর্জ্জু। ঐ আমার নয়নের তারা, আমার জীবনের জীবন, প্রভাত-চন্দ্রের ন্যায় মলিন হয়ে পড়ে রয়েছেন! কৃষ্ণ, কি দেখালে?— কি দেখালে? চক্ষু পুড়ে গেল যে! (অভিমন্যুর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিতে করিতে) বাবা অভিমন্যু রে! এই কি তোর শয়ন করবার স্থান? উঠ বাবা, একবার উঠ, একবার উঠে কথা কও——(মুখচুম্বন) একবার উঠ, একবার উঠে এ হৃদয়ে এসো—এসে এ তাপিত হৃদয় সুশীতল কর।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! আবার তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় শোক করতে লাগলে?

অর্জ্জু। কৃষ্ণ! এখন চিরকালই আমি শোক করতে রইলেম।

কৃষ্ণ। চিরকালই শোক করবে সত্য। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে পুত্রশোকে অধীর হয়ে, ক্রোধে অন্ধ হয়ে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে স্মরণ আছে?

অর্জ্জু। স্মরণপটে গাঢ় চিত্রিত আছে। আমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন অবশ্যই তা পূর্ণ হবে। আমার পুত্রঘাতী জয়দ্রথ নিশ্চয়ই কাল শমন-ভবন দর্শন করবে।

কৃষ্ণ। শুনেছ, দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথকে তোমার হস্ত হতে রক্ষা করবার জন্য কি উপায় উদ্ভাবন করেছেন?

অর্জ্জু! কেহই জয়দ্রথকে রক্ষা করতে পারবে না।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন, সকল বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তোমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করে কৌরবগণ জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য কি উপায় স্থির করেছে, শুন। কাল তোমার সহিত তারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করবে। কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, কৃপ, শল্য ও ভূরিশ্রবা, এই ছয়জন সেই যুদ্ধে অগ্রগামী হবে। দ্রোণাচার্য্য এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করবেন। তার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চার্দ্ধ পদ্ম সদৃশ হবে। এই পদ্মব্যূহের মধ্যস্থলে সূচী নামে এক গুঢ় ব্যূহ রচিত থাকবে। সেই সূচী ব্যূহের পার্শ্বে জয়দ্রথ অসংখ্য বীরগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হয়ে অবস্থান করবে। অর্জ্জুন! অগ্রগামী ছয় জনকে প্রথমে পরাস্ত করতে কত কষ্ট হবে, তা স্মরণ কর। তার পর শকটব্যূহ, তার পর পদ্মব্যূহ, তার পর সূচীব্যূহ, তার পর অসংখ্য বীরগণ-পরিরক্ষিত জয়দ্রথ। তেমার প্রতিজ্ঞানুসারে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তোমাকে জয়দ্রথ বধ করতে হবে। না হলে কি বলেছ স্মরণ আছে?

অর্জ্জু। না হলে, স্বহস্তে চিতা প্রজ্জ্বলিত করে তন্মধ্যে আত্মসমর্পণ করব।

কৃষ্ণ। তা আর প্রার্থনীয় নয়। অর্জ্জুন! ক্রোধ পরবশ হয়ে

অতি কঠিন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। এখন জয়দ্রথ বধের উপায় কি?

অর্জ্জু। উপায় তুমি। কৃষ্ণ! তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করছ, কিন্তু কৃষ্ণ যার বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে সামান্য জয়দ্রথবধে কখনই ভীত হবে না। দেবাদিদেব মহাদেবের সহিতও যুদ্ধ করতে সে ভীত হয় না।

কৃষ্ণ। অতএব সেই বিষয়ের সংপরামর্শের জন্য সুবিবেচক অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত নীতি মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জু। সখে! যাহা আবশ্যক তাহা তুমি কর। আমাকে সে কথা বলাই বাহুল্য।

কৃষ্ণ। তবে এখন স্বশিবিরে গমন কর। সকলকে তথায় থাকতে বলগে! আমি ক্ষণপরেই যাচ্ছি। এস্থানে আর তোমার থাকবার প্রয়োজন নাই। আমি অভিমন্যুর মৃতদেহের সৎ-কার্য্যের চেষ্টা দেখি।

অর্জ্জু। কৃষ্ণ! তুমি আমার শ্রবণশক্তি লোপ কর। ওহ! ও নিষ্ঠুর কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হল না কেন? অভিমন্যু রে! তোর দেহ আজ অনলে দগ্ধ হবে! ওহ! বুক ফেটে গেল!

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভ। কৈ, কৈ, আমার অভিমন্যু কৈ? আমার প্রাণের অভিমন্যু কৈ?—এই! —এই—এই! প্রাণ বেরিয়ে গেল, আর দেখ্‌তে পারিনে। হা অভিমন্যু! (মূর্চ্ছা) (ক্ষণপরে উঠিয়া) অভিমন্যু রে! অভিমন্যু রে! কোথায় গেলি! অভাগিনীকে ফেলে কোথায় পালালি! আমাকে যে মা বল্‌বার আর

কেউ নাই রে! ওরে, কে আর আমাকে মা বলে ডাক্‌বে! কার মুখ দেখে আর আমি নয়ন সার্থক করব! বাছা, কোথা গেলি! কোথা গেলি! মায়ের কোলশূন্য করে কোথায় গেলি! আর যে বাঁচিনে।

গীত—নং ৯।

বাবা! এই কি তোর শয়ন করবার স্থান রে! অভিমন্যু বাবা! একবার উঠ, একবার চেয়ে দেখো, তোমার অভা-গিনী মা তোমার কাছে এসেছে—একবার মা বলে ডাকো। বাবা, তোর ও কোমল অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত লেগেছে!—ওরে আমার বুকে লাগল না কেন? এ বুক ফাটে না রে—ফাটে না। (বক্ষে করাঘাত) এ বুক পাষান, ফাটে না, ফাটে না। এ প্রাণ বেরোয় না, বেরোয় না, বেরোয় না। বাছারে! তোমার দেহ ধূলায় ধূসরিত আর দেখ্‌তে পারিনে, উঠ—উঠ— তোমার জন্য মনোরম শয্যা প্রস্তুত করে রেখেছি—সেখানে শয়ন করবে চল——। মায়ের কথা শুন।

গীত—নং ১০।

অভিমন্যু রে! তোর মনে এই ছিল! আমাকে এমন করে ফেলে পালাবি, তা যদি জান্‌তেম, তা হলে যে সেই উদ্যানেই আমি বিষ খেয়ে যেতেম রে! ওরে তখনি আমি বারণ করেছিলেম।—বাছারে স্বপ্নপ্রাপ্ত রত্নের মত দেখা দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেলি? বাবা, পৃথিবী যে আজ শূন্যময় দেখ্‌ছি রে! বাবা অভিমন্যু! অভিমন্যু! অভিমন্যু! তোর কি কেউ রক্ষক ছিল না রে! কৃষ্ণ যার মাতুল, ধনঞ্জয় যার জনক, তাকে সপ্তরথীতে অন্যায় করে বধ

করলে! ওরে পাণ্ডবদের ধিক্—তাদের জীবনে ধিক, তাদের বীরত্বে ধিক্! ওরে আমার সর্ব্বনাশের জন্যই কি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল! দুরাত্মা দুর্য্যোধন! তোর সর্ব্বনাশ হবে। আমি মায়ের চখের জলের সহিত বলছি, তোর সর্ব্বনাশ হবে, হবে—আমি মায়ের চখের জলের সহিত বলছি, তুই নির্ব্বংশ হবি, আমি মায়ের চখের জলের সহিত বলছি, তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে না—থাক্‌বে না—থাক্‌বে না। আমার যেমন অন্তরাত্মা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তুই এর চতুর্গুণ পুড়বি। বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল! দুঃখিনীকে একটীমাত্র রত্ন দিয়ে অবশেষে তাও হরণ করলে! আমি তোমার কাছে কোন দোষে দোষী—কোন পাপে পাপী—কোন অপরাধে অপরাধী। আমার যে আর নাই!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। একি সুভদ্রা? তুমি এখানে কেন?

সুভ। দাদা! দাদা! আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার অভিমন্যু যে আমায় ফেলে পালিয়ে গেছে! দাদা, তুমি থাকতে আমার এই হল? তুমি থাক্‌তে আমার অভিমন্যুকে দুর্ম্মতি কৌরবগণ অন্যায় করে বিনাশ করলে? দাদা, আমি আর বাঁচি না, আমায় বিদায় দাও, আমার অভিমন্যু যেখানে গেছে, আমিও সেখানে যাই।

কৃষ্ণ। সুভদ্রে! ক্ষান্ত হও। আর শোক কর না। কাল সকলকেই সংহার করে। সৎকুলোদ্ভূত ক্ষত্রিয়ের যে রূপে জীবন পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার অভিমন্যু সেই রূপেই প্রাণত্যাগ করেছে। অভিমন্যু বীরগণের অভিলষিত

গতিলাভ করেছে। সে লক্ষ লক্ষ শত্রু বিনাশ করে পবিত্র অক্ষয় লোকে গমন করেছে। যুগে যুগে মহাযোগীগণ যোগ-সাধন, তপশ্চর্য্যা-দ্বারা যে গতি না প্রাপ্ত হয়, তোমার অভিমন্যু সেই গতি লাভ করেছে! সুভদ্রে! তুমি বীর-জননী, বীরভগ্নি, বীরপত্নি, বীরনন্দিনী, বীরবান্ধবা—অভি-মন্যুর জন্য আর ওরূপ কাতর হওয়া তোমার উচিত নয়।

সুভ। ভুলতে যে পারি না, বুকের ভিতর দপ্ করে যে জলে ওঠে—আমার যে সব শূন্য হয়েছে——আমার চক্ষে যে সব অন্ধকার। এই কি অভিমন্যুর বীরলোকে যাবার সময়? সে যে এখনও আমার কোলে থাকত। দাদা, আমার দুধের ছেলেকে কৌরবেরা অন্যায় করে মারলে! অভিমন্যু আমার কি অনাথ—তার কি রক্ষক ছিল না—

কৃষ্ণ। পাপাত্মা, বালকহন্তা জয়দ্রথ অচিরেই তার পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। অদ্য রাত্রি প্রভাত অবধি তার জীবন আছে—রাত্রি প্রভাতে অমরপুরীতে প্রবেশ করলেও সে অর্জ্জুনের হস্ত হতে পরিত্রাণ পাবে না। কাল তুমি নিশ্চয়ই শুনবে, জয়দ্রথের মস্তক তার দেহ হতে ছিন্ন হয়েছে। ভগ্নি! শোক পরিত্যাগ কর——আর ক্রন্দন কর না।

সুভ। চক্ষের জল নিবারণ হয় না। দাদা, যে অভিমন্যুর পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত দাস দাসী নিয়ত পরিভ্রমণ করত, আজ আমার সেই অভিমন্যু কি না শ্মশান-শিবাগণের সঙ্গে সহবাস করছে!

কৃষ্ণ। সুভদ্রে! তুমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ কর। এস্থানে যত থাক্‌বে, তত তোমার মন ব্যাকুল হবে। সুভদ্রে! গৃহে যাও।

সুভ। মলেও কি আমি বাছাকে ভুল্‌তে পারব! আমার বুকের

ভিতর যে কি করছে, তা আমিই জানছি! অতিবড় শত্রুর যেন পুত্রশোক না হয়!

কৃষ্ণ। সুভদ্রে! তুমি বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, তোমাকে যে এত করে বুঝাতে হচ্ছে, আশ্চর্য্য!

সুভ। মন প্রবোধ মানে না——মরণ হলে বাঁচি।

কৃষ্ণ। যাও সুভদ্রে! গৃহে যাও, তথায় সেই পতিবিয়োগবিধুরা বালিকা উত্তরাকে দেখগে——

সুভ। দাদা, তার কথা মনে হলে আমার যে আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে না——আমি তার বিধবা বেশ কি করে দেখব!

কৃষ্ণ। সময়ে সকলই সহ্য হবে। শোকের নূতন অবস্থাই সম-ধিক কষ্টকর। এখন যাও—আমার কথা শুন। এস তোমাকে শিবিকায় তুলে দিয়ে আসি। এস, আমার কথা শুন।

সুভ। চল দাদা—কিন্তু যেখানে যাব হৃদয়ের তাপ নির্ব্বাণ হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উত্তরা ও সুনন্দার প্রবেশ)

উত্ত। নাথ! প্রাণনাথ! দাঁড়াও—দাঁড়াও—যেওনা, ফেলে যেও না, দাসীকে অকূলসাগরে ফেলে যেও না। চিরসঙ্গিনীকে সঙ্গে নাও। তোমার সুখ দুঃখের, সম্পদ বিপদের চিরসহচরীকে সঙ্গে নাও।

সুন। প্রিয়সখি! বাড়ী চল——

উত্ত। আমাকে ছেড়ে দাও——আমি যাই—যাই—যাই—প্রাণনাথ যেখানে গেছেন, আমিও সেখানে যাই। আর আমার এ পৃথি-বীতে কিছুই নাই। জীবনের সার রত্ন অপহৃত হয়েছে, এখন আমি পথের কাঙ্গালিনী—ভিখারিনী——পতি বিনা সতীর

জীবনই বিড়ম্বনা। আমার কিছুই প্রয়োজন নাই—সুনন্দা, গৃহে যাও——আমি নাথের সহগমন করব। নাথ!——নাথ!—প্রাণনাথ!

গীত—নং ১১।

আর আমার বেশভূষা অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? এই আমি সব ত্যাগ করলেম। আমি বিধবা——আমার অলঙ্কারে প্রয়োজন কি?

গীত—নং ১২।

গৈরিক বস্ত্র নিয়ে এসো, আমাকে পরিয়ে দাও, আমি বিধবা-বেশ ধারণ করি।

সুন। সে ত চিরকালই পরবে, তার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন?

উত্ত। বড় অধিক দিন নয়, অধিক ক্ষণও নয়, আমি এখনি এ পৃথিবীহতে বিদায় হব—সখি! আমাকে বিদায় দাও। দাও—আমাকে বিধবা সাজিয়ে দাও——জগৎ দেখুক, পৃথিবী দেখুক, উত্তরা আজ বিধবা। জগৎ দেখুক, বিধবা পতিহীনা অভাগিনী উত্তরা আজ পৃথিবী হতে জন্মের মত চলল।

সুন। প্রিয়সখি! ক্ষান্ত হও, আর অমন কর না——

উত্ত। কি বলছ সুনন্দা? আর আমার বেশ ভূষায় প্রয়োজন কি? যাঁর জন্য এই সব, এ তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে যাবে। শুভ বিবাহের দিন সিমন্তে সিন্দুর পরেছিলেম, এই কাল চির বিচ্ছেদের দিন, তা উঠে যাবে। না, গেছে—আগে থেকেই গেছে।

সুন। সখি! যা হবার তা হল——এখন যুবরাজের মৃতদেহের সৎকার্য্য হোক—চল, আর এখানে থেকে কায নাই।

উত্ত। না, আমি যাব না——আমার সম্মুখেই সব হোক——জ্বালো, তোমরা, চিতা জ্বালো——একটু বড় করে চিতা প্রস্তুত কর—— যেন আমারও তাতে স্থান হয়——যা বলছি, তাই কর——আমার এই শেষ অনুরোধটী রক্ষা কর——আর আমি কারও কাছে কিছুই চাইতে আসব না——সুনন্দা! আমাকে স্নান করিয়ে আন——চল আমাকে নদীতে নিয়ে চল।

সুন। স্নান করে বাড়ী যাবে চল।

উত্ত। বাড়ী কোথা? কোথা যাব? সব অরণ্য, সব অরণ্য। চল আমাকে স্নান করিয়ে দিবে চল——সুনন্দা! তুমিও আমার প্রতি বিমুখ হলে! আমার শেষ একটী অনুরোধ রক্ষা করতে পারলে না!——হায়! বিধাতা বিমুখ হলে তার প্রতি জগৎ বিমুখ হয়।

সুন। কেন আমাকে মিছে ভর্ৎসনা কর! তুমি কি বল্‌ছ——

উত্ত। আচ্ছা—তুমি না যেতে পার, আমি একাই যাই——আর আমার কাকে ভয়? কাকে লজ্জা? আমি পৃথিবী হতে জন্মের মত যাচ্চি——আর আমার ভয় কি?—লজ্জা কি?

[প্রস্থান।

সুন। দাঁড়াও——দাঁড়াও——

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

[দুইজন শব-বাহকের প্রবেশ ও অভিমন্যুর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান]

নেপথ্যে গীত—নং ১৩।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদী-তট।

প্রজ্জ্বলিত চিতা

(বিধবা বেশে উত্তরার প্রবেশ)

উত্ত।———

গীত—নং ১৪।

(চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে) হে মা বসুন্ধরে! বিদায় দাও—নাথ! আমায় সঙ্গে নাও। (চিতায় পড়িবার উপক্রম)

দৈববাণী।

উত্তরে! অনলে দেহ কর না অর্পণ,
গর্ভেতে তোমার আছে কুমার রতন।

উত্ত। (ভূতলে পতিত হইয়া) হা!—যেতে পারলেম না, পারলেম না——চির অন্ধকারে থাকতে হল——হা নাথ! নাথ! নাথ!

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

গীতাবলী।

গীত—নং ১।

সখীগণ।

কুসুমিত কুঞ্জবনে চল সখি চল চল,—
নিদাঘ-তাপিত দেহ করিতে লো সুশীতল।
লোহিত বরণ তনু, অস্তে যাইতেছে ভানু,
সনিড়ে আসিছে ফিরি, সুনাদী বিহঙ্গদল।
ফুটিছে বিবিধ ফুল, মালতি, জাঁতি, বকুল,
লয়ে পরিমল সুধা, ভ্রমিছে মলয়ানিল।

গীত—নং ২।

সখীগণ।

ওলো,————
আয়লো আলি, কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা।
করে যতন, চারু চিকণ, গাঁথ্‌লো মালা,———
দিব সজনি, সখীর গলে, জুড়াবে জ্বালা।
মালার মতন, মোহন বাঁধন, নাইক সখি আর,—
প্রেম বাঁধনে, পতি রতনে, বাঁধ্‌বে সখি,
বিরাটবালা।

গীত—নং ৩।

উত্তরা।

দেখ্‌লো সখি, কুসুম-কলি, পরিমলে প্রাণ হরে
হেলিছে দুলিছে ধীরে, মলয় অনিল ভরে।
শোভিতে মদন-তূন, ফুটেছে নানা প্রসূন,
দেখ্‌লো আলি, রূপের ডালি, শোভিতেছে
তরুশিরে!
ছাড়ি নলিনী-বদন, ঝাঁকে ঝাঁকে অলিগণ,
বিরহে ব্যাকুল মন, কাঁদিছে করুণ স্বরে।

গীত—নং ৪।

সখীগণ।

গেঁথেছি ফুলহার করিয়ে যতন।
ধর রাজবালা, চিকণ হার,——
দেখি জুড়াবে সখি যুগল নয়ন।

উত্তরা।

দেহ সহচরি, পরিব মালা,——
পরিব পুরাইতে তব আকিঞ্চন।

সখীগণ।

ব্যাকুলিত চিত, মধুপদলে,—
না হেরে তরুশিরে, কুসুম রতন।

উত্তরা।

কি সুখ কাঁদায়ে অলিকুলে লো,—
তুলে লয়ে ফুল, নয়ন-রঞ্জন।

সখীগণ।

হৃদি-গিরি'পরে ফুটিবে ফুল,——
ছুটিবে মধুলোভে মধুকরগণ।

গীত—নং ৫।

উত্তরা।

রাখ নাথ সতীর জীবন।
দয়াময় হে ত্রিলোচন!
ভীষণ সমরে আজি গিয়াছেন নাথ,
দেখো দেখো রেখো তারে এই আকিঞ্চন
করিতে তোমার ধ্যান, দেখি সে বয়ান,——
অবলার অপরাধ কর' না গ্রহণ
উষ্ণ নয়ন-বারি নহে সুশীতল,——
কলুষিত করিতেছে তব শ্রীচরণ।

গীত—নং ৬।

সখীগণ।

কেন কেন প্রাণসই! মলিন এমন, তব মুখকমল?
নলিনী-নয়নে জল, ঝরিতেছে অবিরল,
কেন ললনে! কেন মলিন লো সই! মুখকমল?
কেনলো বিজনে বসি, আবরি বদন-শশী,
কেন সজনি! কেন তমসে মগন! মুখকমল?

গীত—নং ৭।

সুভদ্রা।

শঙ্কর শশাঙ্কধর——ত্রিনয়ন!
বিপদে পড়িয়ে আজি লয়েছি তব শরণ।
সমরে কুমার হায়, রক্ষা কর দয়াময়,
রক্ষা কর শূলপাণি, করি এই নিবেদন।
এই মাত্র ভিক্ষা চাই, বাছারে ফিরায়ে পাই,
দুখিনীর আর নাই, বিনা অভিমন্যুধন।

গীত—নং ৮।

স্বর্গীয় দূত।

উঠ উঠ বীরবর, চল অমর ভবনে,
অমাময় চন্দ্রলোক, হায় তোমার বিহনে!
চলহে বিমলবিভা, উজলিতে দেবসভা,
চল হে ত্রিদিবধামে, আরোহি এ দিব্যযানে।
ষোড়শ বরষ গত, শাপ তব বিমোচিত,
চল চল চন্দ্রলোকে, কেন হে ধরাশয়নে?

গীত—নং ৯।

সুভদ্রা।

বিহনে তোমার, প্রাণ যায়রে, দুখিনী-রতন!
হেরি চারিদিক শূন্যময়, বাঁচিনা আর,
সুখের সংসার হইল বন।
তোর্ দুখিনী জননী, ডাকেরে যাদুমণি,
উঠ রে উঠ, মা বলে ডাকরে, জুড়াক জীবন—
চাও রে মেলি নয়ন, তোল রে বদন, হৃদয়-ধন।

গীত—নং ১০।

সুভদ্রা।

বিধাতা, দুখিনী ভালে, এই কি হে লিখেছিলে !
একটী রতন দিয়ে, তাও শেষে হরে নিলে।
হায়রে তোমার সম, জগতে নাহি নির্ম্মম,
কি দোষে দাসীর বুকে, দারুণ শেল হানিলে।
বিনা অভিমন্যুধন, যায়রে যায় জীবন,
সহেনা যন্ত্রনা আর, প্রাণ সঁপিব অনলে !

গীত—নং ১১।

উত্তরা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ, ত্যজিয়ে চিরদাসীরে,
ফেলিয়ে এ অভাগীরে, চিরশোকের পাথারে।
দিয়ে নিদারুন ব্যথা, ছিঁড়িয়ে প্রণয়-লতা,
কোথা গেলে প্রাণনাথ, জগত আঁধার করে।
দেখ নাথ তব দাসী, কাঁদে তব পাশে বসি,
ভাষিছে নয়ন হায়, সদত শোকের নিরে।
উঠ উঠ প্রাণনাথ, দেখ হইল প্রভাত,
অস্তমিত সুখশশী, হেরি খর দিবাকরে।

গীত—নং ১২।

উত্তরা।

যার তরে এ জীবন, যতনে করি ধারণ,
সে করিল পলায়ন, সখিরে এখন !

বসন ভূষনে আর, কি কাজ আছে আমার,
স্থচিকন অলঙ্কার, নাহি প্রয়োজন।

(অলঙ্কার ত্যাগ)

বিমুখ জগত আমারে সজনি,
আমিরে ছুখিনী বিধবা রমণি,
পতিহীনা নারি, পতি কাঙ্গালিনী,
পতির সহিত করিব গমন।

হায়! ফুরাল সকলি, সখি এ জীবনে!
চাহিনা আর জীবনে।
দেহ গো বিদায় মোরে, যাই নাথ সনে,
দিব এই দেহ আজি দেব হুতাশনে।
হৃদয়ের শান্তি আর নাহি রে এখানে,
যাব সখি আজি চির শান্তি নিকেতনে।

গীত—নং ১৩।

নেপথ্যে।

হায়! স্থখের যামিনী প্রভাত হইল।
স্থখ স্থখতারা ডুবিল।
বিষাদের রব এবে, হায়, পুরিল বিপুল ভবে,
বিষাদে কাঁদে বিহগ সকল!
তরুলতা আঁখিনীরে, দুখে ভাসইছে ধরনীরে,
জগত আজি বিষাদে বিকল।

গীত—নং ১৪।

উত্তরা।

চলিল দুখিনী আজি ত্যজিয়ে সংসার গো,
পতি বিনা অবলার সকলি অসার গো।
কোথা পিতা, কোথা মাতা, কোথা প্রিয়তম ভ্রাতা,
আত্মীয় স্বজন কোথা, দেখ একবার গো।
দুখিনী বিধবা বালা, জুড়াতে বৈধব্য জ্বালা,
চলিল ত্যজিতে আজি, জীবনের ভার গো।
কোথা প্রভু নারায়ণ, স্মরি তব শ্রীচরণ,
অতিক্রম করি আজি, শোক পারাবার গো।

জয়পাল নাটক।

সম্পাদকগণের অভিপ্রায়।

"নাটকখানি পাঠ করিলে সময় বৃথা গেল বলিয়া পাঠকদিগের আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের বিবেচনায়, নাট্য-শালায় ইহা অভিনীত হইলে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের নিতান্ত সন্তোষ-জনক হইবে।" সহচর।

"এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকার যে অনেক নৈপুন্য ও চতুরতা দেখাইয়াছেন তাহার ভুল নাই। এ পুস্তকখানি যিনি পাঠ করিবেন তিনি বিরক্ত হইবেন না।"

অমৃতবাজার পত্রিকা।

" এখানি যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে নাট্যশালার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। ইহার লেখার সৌন্দর্য্য আছে। ইহা পাঠ করিলে যবনদিগের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও ভারতের উদ্ধার সাধনার্থ উৎসাহের উদ্রেক হয়। জয়পাল এই নাটকের নায়ক, তাঁহার পালা যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। জয়পালের লেখা উৎকৃষ্টই হইয়াছে।" ভারত সংস্কারক।

"সদানন্দ নামক রাজপারিষদের চরিত্র অতি সুন্দর ও নূতন রূপে সংঘটিত হইয়াছে।" এডুকেশন গেজেট।

"ইহাতে গ্রন্থকার নাটক লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।"

সমাজদর্পণ।

"জয়পালের ভাষা অধিকতর পরিপক্ক, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। জয়-পালের রচনা প্রণালী অধিকতর গভীর। গ্রন্থকার এই নাটকে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকখানি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হই-য়াছে। গ্রন্থের দোষভাগ অপেক্ষা গুণভাগ অধিক। গ্রন্থের পাত্রদিগের মধ্যে সদানন্দের চিত্রটী অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। বিজয়-কেতুকে গ্রন্থকার বেশ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছেন। নাটকের গীতগুলি অতি সুন্দর। গ্রন্থকারের কবিত্বও বেশ আছে।" সাপ্তাহিক সমাচার।

It seems, the author has a command over a clear style. He has produced a work, whose literary merits, any educated native cannot, but approve. The pieces of poetry, and especially those exhortatives to the soldiers, are indeed lively and vigorous, and reflect much credit on the young author.

National Magazine.

"The play has considerable merit, especially in descriptions, which are lively and grafic."

Bengal Magazine.

"The descriptions of the author are lively and full of spirit."

National Paper.

নগ-নলিনী নাটক।

সম্পাদকগণের অভিপ্রায়।

"লেখক যদিও অল্পবয়স্ক, তথাপি লেখা মন্দ হয় নাই। কবিতাগুলি উত্তম হইয়াছে, নাটকের কল্পনাও মধ্যবিৎ অপেক্ষা ভাল। ভবিষ্যতে ইনি একজন সুলেখক হইবেন সন্দেহ নাই।" সহচর।

"লেখকের রচনাশক্তি আছে। গদ্য অপেক্ষা পদ্যে সেই শক্তির অধিক স্ফুর্ত্তি পাইয়াছে।" সাপ্তাহিক সমাচার।

সমালোচ্য কাব্য হইতে কিয়দংশ অবিকল তুলিয়া দিতেছি, ইহাতেযথার্থই কবিত্ব ও লালিত্ব আছে— 'পৌর্ণমাসী নিশি, শশী ষোড়শী রূপসী" ইত্যাদি—হালিসহর পত্রিকা।

"এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না যে গ্রন্থকার নাটক লিখিতে অক্ষম। তাঁহার সুললিত কবিতা লিখিবারও বিশেষ ক্ষমতা আছে।" মধ্যস্থ।

গ্রন্থকার রচনাশক্তির ও কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।" [illegible]লুক পত্রিকা।

The author seems to possess a deal of merit. His style is generally clear and his pieces of poetry in several instances are beautiful indeed and reflect credit on the author.

National Paper.